জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সহপাঠীকে অপহরণ

বন্দুক দেখিয়ে সহপাঠীকে অপহরণ। দিল্লির স্কুলে পড়ুয়াদের দুই দলের ঝামেলাই অপহরণের কারণ বলে তদন্তে মনে করা হচ্ছে। ঘটনায় চার নাবালককে আটক করা হয়েছে

ছটে বৃষ্টি

ছটপুজোতে আবহাওয়ার পরিবর্তন। জগদ্ধাত্রী পুজোতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের জেলাতেও

চেতলায় খুনের তদন্তে পুলিশ কমিশনার, থানায় নতুন ওসি

রাসায়নিক দূষণ চেন্নাইয়ে বিপাকে মৎস্যজীবী পরিবার

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৫১ ● ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ ● ৯ কার্তিক ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 151 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 27 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী ■ ১৬ দিনেই সফল ট্রায়াল রান

সোমবারই খুলে যাচ্ছে দুধিয়ার বিকল্প সেতু

প্রতিবেদন : কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬ দিনেই তৈরি হয়ে গেল বিকল্প হিউম পাইপের সেতু। হল সফল ট্রায়াল রান। আজ, সোমবার থেকে সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে এই সেতু। দুধিয়ার বালাসন নদীর উপর বিকল্প সেতুতে সংযুক্ত হবে মিরিক ও শিলিগুড়ির রাস্তা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় বিকল্প সেতুর ছবি পোস্ট করে লেখেন, সোমবার থেকে এই সেতু দিয়ে স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু

হবে। রেকর্ড সময় ১৬ দিনের মধ্যে এই চ্যালেঞ্জিং কাজটি সম্পন্ন করার জন্য রাজ্যের পূর্ত দফতরের কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ পথটি দ্রুত পুনরুদ্ধার হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের স্বস্তি ফিরবে।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাতভর কাজ চালিয়ে পূর্ত দফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা রবিবার দুপুরের মধ্যেই রাস্তার কাজ শেষ করে দেন। তারপর গাড়ি চালিয়ে মহড়া নেওয়া হয়। সোমবার থেকেই (এরপর ১০ পাতায়)

■ মিরিক ও শিলিগুড়ির সংযোগের দুধিয়ার বিকল্প সেতুর কাজ সম্পূর্ণ। আজ, সোমবার থেকেই খুলে দেওয়া হবে সাধারণের জন্য।

যোগীরাজ্যে জঙ্গলরাজ

বাংলার আদিবাসী শ্রমিককে থেঁতলে খুন

প্রতিবেদন : টিল-ছোঁড়া দূরত্বে থানা। নির্মমভাবে মাথা থেঁতলে খুন করা হল বাংলার এক আদিবাসী যুবককে। টের পেল না যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ! যোগীরাজ্যের জঙ্গলরাজে বাঙালিদের উপর নিপীড়ন এখন দস্তুর হয়ে উঠেছে। প্রমাণিত, বিজেপির 'ডাবল ইঞ্জিন' রাজ্যগুলিতে অন্যায়ভাবে বাঙালি নিপীড়ন এখন শুধুমাত্র আটক করা কিংবা দেশছাড়া করাতেই থেমে নেই, এখন সেটা হত্যার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, চড়া সুরে তোপ দাগল তৃণমূল কংগ্রেস।

উত্তরপ্রদেশের কানপুরে এক বাঙালি আদিবাসী পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয়। দিল্লি-কানপুর রেল ট্র্যাকে পড়েছিল মাথা থেঁতলানো দেহ। গোবিন্দনগর থানা থেকে রেললাইনের এই অংশের দূরত্ব সামান্যই। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাতেই এত বড় হত্যাকাণ্ড। (এরপর ১০ পাতায়)

■ আদিবাসী যুবককে খুনের পর দেহ ফেলে রাখা হয় রেললাইনে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

এ ধরণী

এ ধরণীর মাটির বাঁধন
বাঁধুক জোরে মোদের,
সোনার মাটির চেয়েও খাঁটি
দেশটা সবার নিজের।

এই মাটির প্রতি ধূলিতে
জন্ম নবজাগরণের
এই মাটির বীরত্ব পূর্ণে
ধন্য জন্ম মোদের।

এই মৃত্তিকায় বরণীয় সব
বীর সন্তানের দল
এই মাটিতেই গড়তে হবে
সফল সাধনার ফসল।

এই মাটিতেই জন্ম নিয়েছে
অনেক ইতিহাস দীক্ষা,
এই ধরণীই দিক সবারে
প্রকৃত মানব শিক্ষা।

কেক কেটে জন্মদিন পিটিয়ে খুন দলিতকে

■ হার মেনেছে মধ্যযুগীয় বর্বরতাও। কেক কেটে জন্মদিন পালনের 'অপরাধে' পিটিয়ে খুন করা হল এক বছর কুড়ির দলিত যুবককে। ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির গা-ঘেঁষা গ্রেটার নয়ডায়। ঘটনায় আঙুল উঠেছে গেরুয়া সরকারের অপদার্থতার দিকে। নিন্দার ঝড় উঠেছে যোগীরাজ্যে এবং অবশ্যই দিল্লিতে। (বিস্তারিত ভিতরে)

ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'র ল্যান্ডফল কাল

■ ক্রমেই শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে বুধবার ভোরের মধ্যে স্থলভাগে প্রবেশের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ল্যান্ডফল করবে অন্ধ্রের কাঁকিনাড়াতে। ল্যান্ডফলের সময় গতিবেগ সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। মৎস্যজীবীদের সতর্ক করা হয়েছে। (বিস্তারিত ভিতরে)

শিশু ধর্ষণে ধৃত বিজেপি নেতার ছেলে

সংবাদদাতা, খেজুরি : গদ্দার অধিকারীর নিজের কেন্দ্র নন্দীগ্রামের ঠিক পাশে খেজুরিতে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণ বিজেপি নেতার ১৫ বছরের ছেলের! ধর্ষণের অভিযোগ ধামাচাপা দিতে আবার ৩০ হাজার টাকা 'অফার' বিজেপি পঞ্চায়েত প্রধানের! ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি-২ ব্লক এলাকার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড়

টাকা দিয়ে রফার নিদান গেরুয়া প্রধানের

উঠেছে। তবে নাবালিকার পরিবার বিজেপি প্রধানের টাকার 'অফার' প্রত্যাখ্যান করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে। দ্রুত তদন্তে নেমে ধর্ষণে অভিযুক্ত বিজেপি নেতার নাবালক ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই নির্যাতিতা শিশুর মেডিক্যাল টেস্টও করানো হয়েছে। কিন্তু এমন ন্যক্কারজনক ঘটনার পরও (এরপর ১০ পাতায়)

পুলিশকে পিটিয়েও এক রাতেই জামিন

■ লাটে উঠেছে আইনশৃঙ্খলা! পুলিশ পিটিয়েও বিজেপির ত্রিপুরায় একরাতে জামিনে মুক্ত অভিযুক্তরা! প্রশ্ন, বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়েও। ত্রিপুরার ডাবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকারের অপদার্থতা নিয়েও প্রশ্নের শেষ নেই। বিজেপি শাসনে আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট। (বিস্তারিত ভিতরে)

নানা রকম

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৯০৭

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭)

এদিন প্রয়াত হন। পিতৃদত্ত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মসূত্রে হিন্দু ভবানীচরণের ধর্ম সম্পর্কে অসীম কৌতূহল ছিল। পড়াশোনার পাঠ শেষ হতে না হতে কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে ভবানীচরণ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। পরে একে একে প্রোটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিক। খ্রিস্টধর্মের এই দুই শাখাতেই দীক্ষিত হয়ে ধর্মপ্রচারের কাজে যুক্ত হন। নিজের দেওয়া নতুন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামেই পরিচিত হন তখন থেকে। ঘুরে বেড়ান সিন্ধুপ্রদেশ, হায়দরাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে। ১৯০০-এ কলকাতায় ফিরে প্রাক্তন ছাত্র কার্তিকচন্দ্রের সহায়তায়, তাঁর ১৮ বেথুন রো-এর বাড়ি থেকে নতুন করে প্রকাশ করলেন ক্যাথলিকদের মুখপত্র 'সোফিয়া' পত্রিকা। সেখানে একটি সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রথম রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি' (World-Poet) আখ্যা দেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বদেশি আন্দোলনের কট্টরপন্থী নেতা, বাগ্মী, পণ্ডিত, 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক। সারা জীবন বিতর্ক বয়ে বেড়ানো এমন এক বর্ণময় চরিত্রের মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথও কম আকর্ষণ অনুভব করেননি। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে ব্রহ্মবান্ধবের ছায়া তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

১৯৭৫

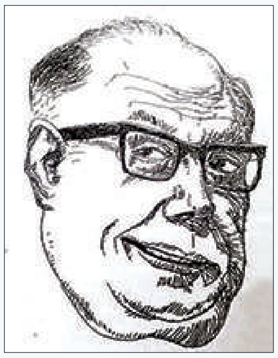

প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (১৯০০-১৯৭৫) এদিন প্রয়াত হন। তিনিই বাংলার প্রথম এডিটোরিয়াল কার্টুনিস্ট। বাংলায় কার্টুন চর্চার বর্তমান অবস্থা দেখে ধারণা করা যাবে না যে একসময় কী তুমুলভাবে এই শিল্পমাধ্যমটি উপস্থিত থাকত অধুনালুপ্ত পত্র-পত্রিকায়। 'ঢাকা শহরে ১৯০০ সালে আমার জন্ম। লেখাপড়ায় ভালই ছিলাম। ইতিহাসের ছাত্র হয়ে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। ছেলেবেলা থেকেই হাতের লেখা, ড্রয়িং আর মানচিত্র আঁকায় ক্লাসে প্রাইজও পেয়েছি। ঢাকা কলেজে ইতিহাস পরীক্ষায় আমার ম্যাপ দেখে বিদেশি অধ্যাপক র‍্যামসবোথাম লিখছিলেন This is the finest map have ever seen drawn by a student.' লিখেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। (আমি, কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত একালের কার্টুন, প্রকাশকাল ১৯৬৭-৬৯)। অমৃতবাজার পত্রিকায় স্টাইলাইজড টানে স্বাক্ষর করতেন Piciel, যুগান্তরে তিনিই কাফী খাঁ, সম্রাট আকবরের বিখ্যাত পার্ষদের নামে। প্রথমদিকে নিজের কার্টুনের ওপর ডেভিড লো-র সামান্য প্রভাব থাকলেও, আস্তে-আস্তে নিজস্ব স্টাইল তৈরি করেন। তুলি নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতেন নিব। গগনেন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরি প্রফুল্লচন্দ্রের কার্টুন সংবাদপত্র-পাঠকদের এক নতুনত্বের সন্ধান দিল। ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন বলেই সমকালীন রাজনীতির ঘটনা বিশ্লেষণ করতেন অভ্রান্ত ভাবে। চার্চিলকে আঁকতেন গোলগাল বুলডগের মতো। গান্ধীজিকে দেখাতেন রোগা চাষির মতো, হাতে লাঠি ও কোমরে ঝোলানো ট্যাঁকঘড়ি।

১৯২০

কে আর নারায়ণন (১৯২০-২০০৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম কোচেরিল রমন নারায়ণন। ভারতের দশম রাষ্ট্রপতি। কেরিয়ার শুরু করেছিলেন জাপান, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত হিসেবে। নেহরু তাঁকে দেশের সেরা কূটনীতিক হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে রাজনীতিতে প্রবেশ এবং লোকসভায় পরপর তিনটি সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনও করেন।

১৯০৪

যতীন্দ্রনাথ দাস (১৯০৪-১৯২৯) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার। অন্যতম আসামি হিসেবে। তাঁকে লাহোর জেলে পাঠানো হয়। সেখানে রাজবন্দিদের ওপর কারা কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের জন্য অনশন আন্দোলন শুরু করেন। ৬৩ দিন অনশনের পর মৃত্যুবরণ করেন।

কর্মসূচি

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপ্রধান পারিষদ সুবীর ঘোষের উদ্যোগে ১০ নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গির বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান কর্মসূচি শুরু হল রবিবার সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে সচেতন করার মাধ্যমে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

....

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৩৮

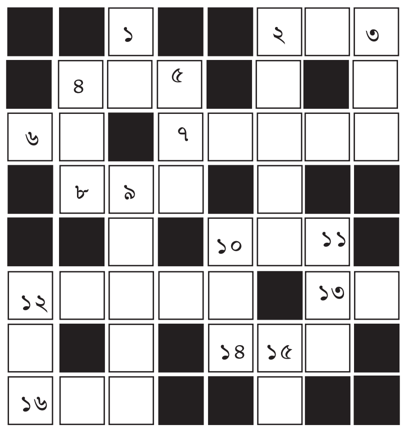

পাশাপাশি : ২. পান্থ ৪. লৌহমল, জং ৬. উৎপত্তিস্থান ৭. কপালের লিখন, ভাগ্যলিপি ৮. নারী ১০. রোগের অভাব, রোগহীনতা ১২. ক্ষুধার তাড়না ১৩. ভীরু ১৪. উদাহরণ, দৃষ্টান্ত ১৬. পর্বতে উৎপন্ন।

উপর-নিচ : ১. পঙ্‌ক্তি, শ্রেণি ২. কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ কমিটি ৩. কখনও ৪. প্রভু, কর্তা ৫. অম্বল রেঁধে খাওয়ার ফলবিশেষ ৯. স্বকর্ম ১০. সূর্যের গতি ১১. নীচের দিকে সুদূরবিস্তৃত ১২. দাদন, আগাম অর্থ ১৫. জীবিত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৩৭ : পাশাপাশি : ১. এক চিলতে ৪. ছত্রাক ৫. বিট্‌পতি ৬. আবছায়া ৮. ভোম্বল ৯. নষ্টেন্দুকলা। **উপর-নিচ :** ১. একমতি ২. চিরত্ব ৩. তেলহওয়া ৫. বিশ্বজনীন ৬. আত্মভোলা ৭. সুবিন্দু।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কোয়েল

■ চাঙ্কি পাণ্ডে

■ শাহরিন শেখ

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072

Regd. No. WBBEN/2004/14087

● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সামনেই ছটপুজো। কলকাতার বাজারে চলছে পুজোর কেনাকাটা

আমারশহর
27 October, 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

বাঃ মোদিজি বাঃ!

এই না হলে ‘বিকশিত’ ভারত

দুর্নীতিতে মোদি সরকারের কোনও সমকক্ষ নেই। তাই তো মোদিজির ঠিক পাশের চেয়ারটায় বেছে নেওয়া হয়েছে একজন পলাতক প্রতারককে। ঠিক যেন চোরে চোরে মাসতুতো ভাই!

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বাণিজ্য-দোসর আপাদমস্তক প্রতারক ও জালিয়াত প্রেমচাঁদ

প্রতিবেদন : সত্যিই, দুর্নীতিতে মোদি সরকারের কোনও সমকক্ষ নেই। আবার তা প্রমাণ করল কেন্দ্র। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাণিজ্য-দোসর হিসেবে বেছে নিল আপাদমস্তক প্রতারক একজন অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক জালিয়াত ব্যবসায়ীকে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তের পর গর্জে উঠেছে তৃণমূল। সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তোপ দেগেছে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। সেইসঙ্গে মোদিজির ‘বিকশিত’ ভারতের উজ্জ্বল তারকার কীর্তিকলাপও তুলে ধরেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। লিখেছে, মোদিজির ঠিক পাশের চেয়ারটায় বেছে নেওয়া হয়েছে একজন পলাতক প্রতারককে। তবেই না প্রতিষ্ঠিত হবে সেই প্রবাদবাক্যটি— চোরে চোরে মাসতুতো ভাই!

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা পীযূষ গোয়েল ‘ভারত ইন্টারন্যাশনাল রাইস কনফারেন্স’ আয়োজনের দায়িত্ব দিয়েছেন প্রেমচাঁদ গর্গকে। এই ব্যক্তি এখন নন-বাসমতী রাইস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বোর্ডের তিনজন বেসরকারি বাণিজ্য প্রতিনিধির একজন। তিনি আদতে একজন পেশাদার অপরাধী, যাঁর জীবন জুড়ে রয়েছে প্রতারণা, চোরাচালান ও জালিয়াতির মামলা। সে অর্থে তিনি বিজেপির ‘নিউ ইন্ডিয়া’র একদম উপযুক্ত প্রতিনিধি। এই পরিচয় জানানোর পর তাঁর কীর্তিকলাপও ফাঁস করে দিয়েছে তৃণমূল।

১. ২০২১ সালে, সিবিআই প্রেমচাঁদ গর্গ ও তাঁর স্ত্রীকে এসবিআই-সহ পাঁচটি ব্যাঙ্কের একটি কনসোর্টিয়ামকে ৯৭৯.১৫ কোটি টাকা প্রতারণায় অভিযুক্ত করে।

২. কর্নাটকের একটি বিশেষ আদালত প্রেমচাঁদ গর্গকে ২,৫০০ কোটি টাকার অবৈধভাবে উত্তোলিত লোহার আকরিক রফতানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে।

৩. একই খনি কেলেঙ্কারিতে এই ব্যক্তি অভিযোগ করেন, তৎকালীন সিবিআই ডিরেক্টর তাঁকে আগাম জামিন দেওয়ার বিনিময়ে ১৫ কোটি টাকার ঘুষ চেয়েছিলেন।

৪. ২০১৬ সালের শেষের দিকে এবং ২০১৭ সালের শুরুতে, ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স ও পুলিশ প্রেমচাঁদ গর্গ ও তাঁর পুত্রকে শুল্ক-মুক্ত সোনার চোরাচালান ও ১৭ কোটির বেশি শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে গ্রেফতার করে।

৫. ২০১৫ সালে নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষও প্রেমচাঁদ গর্গ ও তাঁর ছেলে দেবাশিসকে অভিযুক্ত করে ইকোব্যাঙ্ক পিএলসি-কে প্রায় ৪.২ মিলিয়ন ডলার প্রতারণা করার অভিযোগে।

এখন বাণিজ্যের প্রচারে সরকারের অংশীদার হিসেবে সেই প্রতারককেই বেছে নিয়েছে মোদি সরকার। বাঃ মোদিজি বাঃ! এই না হলে আপনার ‘বিকশিত’ ভারত তথা ‘নিউ ইন্ডিয়া’!

চেতলা খুনে গ্রেফতার ২, ঘটনাস্থলে নগরপাল দায়িত্বে নতুন ওসি

■ ঘটনাস্থলে পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। রবিবার।

প্রতিবেদন : গলায় লোহার রড ঢুকিয়ে যুবককে নৃশংসভাবে খুন! শনিবার রাতে চেতলার ১৭ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের কাছে মদের আসরে রক্তারক্তি কাণ্ড। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় যুবক অশোক পাসোয়ানকে দ্রুত উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চেতলা থানায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। অন্য অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তে নেমেছে লালবাজারের হোমিসাইড শাখা। রবিবার বিকেলে ঘটনাস্থলে যান পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। ভারপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বলে তদন্তপ্রক্রিয়া খতিয়ে দেখেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কমিশনার জানান, পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই দু’জনকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করেছে। তাদের জেরা করে বাকিদের খোঁজ চলছে। আরও অনেক এভিডেন্স পাওয়া গিয়েছে, যা থেকে খুনের সঙ্গে ধৃতদের যোগ স্পষ্ট হয়েছে। কিছু জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটিও মিলেছে। এখন মদের নেশায় খুন নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে, পুলিশ সে বিষয়ে তদন্ত করে দেখছে। এদিনই চেতলা থানায় নতুন অফিসার ইনচার্জ পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অমিতাভ সরখেলকে, যিনি এর আগে আলিপুর থানায় ছিলেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, স্থানীয় একটি বাসস্ট্যান্ডের অদূরেই মদ্যপদের আসর বসেছিল। সেখানেই অন্যদের সঙ্গে বচসা বাধে অশোক পাসোয়ান নামে যুবকের। বচসা চরমে পৌঁছলে একজন অশোকের গলায় লোহার রড গেঁথে দেয়। সেই অবস্থায় ১০০ মিটার হেঁটে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেন বছর তিরিশের অশোক। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মেয়র তথা স্থানীয় কাউন্সিলর ফিরহাদ হাকিম বলেন, দুঃখজনক। শুনেছি গন্ডগোল হতে হতে এমন একটা নৃশংস খুন হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছি। আইন আইনের পথে চলবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা, ল্যান্ডফল মঙ্গলে

প্রতিবেদন : ক্রমেই শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে বুধবার ভোরের মধ্যে স্থলভাগে প্রবেশের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এই ঘূর্ণিঝড় ল্যান্ডফল করবে অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়াতে। ল্যান্ডফলের সময় গতিবেগ সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর জেরে বাংলার মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ছটপুজোতে আবহাওয়ার পরিবর্তন রাজ্য জুড়ে। জগদ্ধাত্রী পুজোতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উপকূলের জেলায় বৃষ্টি বেশি হবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের জেলাতেও। আইএমডি জানিয়েছে, পূর্ব আরব সাগরে এই সিস্টেম শক্তিশালী হবে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে।

রবিবার অতি-গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এই সিস্টেম। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অতি-গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ থাকবে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে। কলিঙ্গপত্তনম থেকে মছলিপত্তনমের মাঝে কাঁকিনাড়ার কাছে পালেম বা আমলাপুরম উপকূল দিয়ে এটি স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। এদিকে, নতুন করে আবার পশ্চিমি ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। এর প্রভাব পড়বে উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য এলাকায়। এটি সপ্তাহান্তে পূর্ব ভারত দিয়ে বয়ে যাবে।

বিভ্রান্ত হবেন না, প্রশাসন পাশে আছে: ইন্দ্রনীল সেন

সংবাদদাতা, চন্দননগর : কোনও কিছুতেই বিভ্রান্ত হবেন না। প্রশাসন যা করার করছে। জগদ্ধাত্রী পুজোর আগে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করলেন চন্দননগরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। একইসঙ্গে, পরামর্শ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, কোনও ক্লাবকে কোনও টাকা দেবেন না। টোল ফ্রি নম্বরে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসেন। তাঁরা যাতে বিভ্রান্ত না হন তার জন্য আরও তিন-চারটে ম্যাপ প্রকাশ হয়। প্রশাসন থেকে যে ম্যাপ দেওয়া হয়েছে সেটাই ফলো করুন। কোনও ক্লাব, কারও কথা, এমনকী আমি এখানকার বিধায়ক, আমার কথা

■ চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ। রয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, মেয়র রাম চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

আপনাদের শুনতে হবে না। এখানে পুলিশ কমিশনার, চন্দননগরের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, ভদ্রেশ্বরের চেয়ারম্যান সবাই মিলে কাজ করেন। মন্ত্রীর কথায়, যে কোনও সমস্যা সরাসরি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ওঁরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন, আপনাদের পাশে থাকবেন। মাথায় রাখবেন পুলিশ প্রশাসনের একটা অংশ। আমি চাই সবটাই সুষ্ঠুভাবে হোক। আলোর শহর চন্দননগর আরও আলোকিত হোক। এদিন চন্দননগর থানার সামনে উদ্বোধন করা হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর গাইড ম্যাপ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, মেয়র রাম চক্রবর্তী প্রমুখ। পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানান, প্রতি বছর লাখ লাখ দর্শনার্থীর সমাগম হয় চন্দননগরে। শুধু জেলা নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফেরিঘাট, রেল স্টেশন এবং সড়কপথে বহু দর্শনার্থী আসবেন। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসল রূপ

প্রকাশ্যে কত মিথ্যাচার, কত অপপ্রচার। কিন্তু বাস্তবটা কী? কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাদের বাণিজ্য দোসর হিসাবে বেছে নিয়েছে আপাদমস্তক প্রতারক এক অভিযুক্ত ব্যাঙ্ক জালিয়াত ব্যবসায়ীকে। প্রধানমন্ত্রীর ঠিক পাশের চেয়ারটা দেওয়া হয়েছে এক পলাতক প্রতারককে। ভাবা যায়! এরাই আবার না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গার স্লোগান দেয়! কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক তা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকেই। আসলে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। প্রেমচাঁদ গর্গ। চার বছর আগে এসবিআই থেকে হাজার কোটি নিয়ে ফেরত দেননি। কর্নাটকে বেআইনিভাবে আড়াই হাজার কোটি টাকার লৌহ আকরিক তোলার অভিযোগে অভিযুক্ত। এছাড়াও পিতা-পুত্র বিদেশি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি ও সোনা পাচারেও অভিযুক্ত। এহেন ব্যবসায়ীকে পাশে নিয়ে মোদি। আর বিজেপি বলছে বড় বড় কথা। এই মিথ্যাচার কতদিন চলবে। কতদিন দেশের মানুষকে বোকা বানানোর খেলা চলবে? এই চোরে চোরে মাসতুতো ভাইদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। দেশের মানুষ জানুক এরা কোন মিথ্যাচারের বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছে ১৪৪ কোটি দেশবাসীর কাছে। এরা অন্যদের দিকে আঙুল তোলে কিন্তু কেন্দ্রের এই সরকার পুরোপুরি দুর্নীতি আর দুর্নীতিগ্রস্তদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রয়েছে। সব মুখোশ টেনে খুলে দিতে হবে।

e-mail থেকে চিঠি

আর গ্যাস দেবেন না, প্লিজ

গত বছর দেশে রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে হয়েছিল প্রায় সাড়ে ৯০০ টাকা। লোকসভা ভোটের আগে মার্চ মাসে সিলিন্ডার পিছু ১০০ টাকা দাম কমিয়ে দেয় মোদি সরকার। কিন্তু ভোট মিটতেই চলতি বছরের এপ্রিল থেকে ফের ৫০ টাকা বেড়েছে গ্যাসের দাম। কলকাতায় এখন সিলিন্ডার পিছু গ্যাসের দাম দাঁড়িয়েছে ৮৭৯ টাকা। আমাদের মতো দেশে এই মূল্যবৃদ্ধি কমে যাওয়া বা নিয়ন্ত্রণে আসার বিষয়টি বেশ গোলমেলে। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবিমতো, সেপ্টেম্বর মাসে দেশে সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধির হার ২০১৭ সালের জুন মাসের পর সবচেয়ে কম। অগাস্ট মাসে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ২.১ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে তা আরও কমে হয়েছে ১.৫ শতাংশ। এই মূল্যহ্রাস মূলত খাদ্যপণ্য কেন্দ্রিক। খাদ্যপণ্যের মধ্যে দানাশস্য, ডিম, ভোজ্যতেল, ফল, দুধ, রান্নাকরা খাবারের দাম সামান্য বেড়েছে। মহার্ঘ হয়েছে মাছ, মাংস, চিনি। তার মানে, দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্যের এমন অনেক 'আইটেম' অর্থাৎ সামগ্রী রয়েছে, যার দাম আদৌ কমেনি। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও জিএসটি-র হার কমার তেমন কোনও সুফল কি পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ? পাড়ায় পাড়ায় খুচরো বিক্রির দোকান-বাজারগুলিতে এখনও যে দামে বিক্রি হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী তাতে কি 'সস্তার' আঁচ পাওয়া যাচ্ছে? এককথায় উত্তর হল 'না।' সরকার যে দাবিই করুক সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা তেমনই। গত কয়েক মাস ধরে শাকসবজি, কাঁচাআনাজ, মাছ-মাংস থেকে মশলা ও প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের যে 'ঊর্ধ্বমুখী' ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে মোদি সরকারের যাবতীয় দাবি ও রিজার্ভ ব্যাংকের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে সেই বাস্তবের তেমন কোনও মিল নেই। সাধারণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে শুধু খাবার হলেই চলে না, আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। স্বাস্থ্য-শিক্ষার মতো জরুরি ক্ষেত্রে, মাথাগোঁজার জন্য ফ্ল্যাট, আয়াস করার দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারের খরচ বেড়েছে অনেকটাই। পাশাপাশি বাড়ির শুভ কাজে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে যা কেনেন সাধারণ মানুষ, সেই সোনা-রুপোর দাম অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এসবের নিট ফল হল, খাতায়-কলমে খাদ্যপণ্যে কিছুটা ছাড় মিললেও এর বাইরে মূল্যবৃদ্ধি ঠেকানো যায়নি। তথ্য বলছে, খাদ্যপণ্য ও জ্বালানির দামের নামা-ওঠার হিসাব বাদ দিয়ে যে মূল্যবৃদ্ধির হিসাব কষা হয় তাতে দেখা যাচ্ছে সেপ্টেম্বরে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৬ শতাংশ। অগাস্টের তুলনায় এই হার ০.০৪ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বেশিরভাগ পণ্যসামগ্রীর দাম বেড়েছে। এটা বুঝতে হবে। সেসব না বুঝে রিজার্ভ ব্যাংক শুধু গ্যাস দিয়ে যাচ্ছে। **—অমিত দাস, দমদম সেন্ট্রাল জেল, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

SIR সত্য আর নেই দরকার SIR! SIR!!

চলতি পদ্ধতিতে এসআইআর-এ বিপদের মেঘ, চাই তীব্র আন্দোলন। লিখছেন **জাহির আব্বাস**

প্রথমেই বলি, আমরা এসআইআর-এর বিরোধী নয়, পদ্ধতির বিরোধী।

চলতি পদ্ধতিতে করা SIR (এসআইআর) নিয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। আমরা জানি, ইতিপূর্বে ২০০২ সালেও ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হয়েছিল! কই তখন অসুবিধা হয়নি তো! তাহলে আজ কেন আপনাকে-আমাকে এভাবে হবে। কিন্তু সেসব নথি কোথায়!

আর, ভোটার কার্ড বাতিল হওয়া মানে আপনার সব কিছুই বাতিল হতে পারে! এমনকী, আপনাকে আমাকে বে-নাগরিক দাগিয়ে দেবে তখন! পারবেন তখন প্রমাণ করতে নাগরিকত্ব? দেখছেন তো, জোরপূর্বক বাংলাদেশে পুশব্যাক করা অন্তঃসত্ত্বা সোনালি-সহ তাদের পরিবারের অবস্থা! এতশত কাগজ আছে তো আপনার বা আপনার সাথে-পাশে থাকা সব মানুষজনের!

আপনার যদিও-বা থাকে, আপনি হয়ত শিক্ষিত, সচেতন ও অর্থশালী কিংবা আপনি ও আপনার পরিবারের পূর্ব-পুরুষ কেউ চাকরি করতেন। বিদেশ গেছেন। পাসপোর্ট আছে।

পরীক্ষায় ফেলছে দেশের সরকার, যাদের আমি-আপনিই (জনগণ) তো নির্বাচিত করেছি। যে ১১ দফা ডকুমেন্টস চাওয়া হচ্ছে, দেখা যাবে তার একটিও অনেকের নেই। তাছাড়াও অনেকের যদিও-বা রয়েছে বানান ও পদবি গত নানা ত্রুটি। অথচ, তারা আদি ভারতীয়! কী হবে তাদের? প্রমাণ করতে করতে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হবে প্রচুর। কীভাবে সম্ভব! টেনশনে ঘুম উড়ে যাবে।

জেলায় জেলায় ৭০ হাজার নাগরিকত্ব প্রদান থুড়ি সিএএ ক্যাম্প বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া সংগঠন। উদ্দেশ্য একটাই, প্রথমে নাম বাদ দেওয়ার ভয় দেখাও এবং তারপর নাগরিকত্বের টোপ দিয়ে উদ্বেগ কাটাও। বাজারি বাংলায় যাকে বলে 'রাবড়ি প্রসেস'। এরপর এসআইআরকে শুধু একটি নিছকই প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বলবেন, না চক্রান্ত! কত নাম বাদ যাবে তা বিজেপি নেতারা আগাম হাঁকছেন কোন আক্কেলে! বিজেপি আর নির্বাচন কমিশন মোদি জমানায় সমার্থক না একে অন্যের পরিপূরক?

বন্ধু, শীতঘুম দেবেন তো, জেগে উঠে অন্ধকার দেখবেন। জেনে রাখুন, এ বিপদ শুধু মুসলিমের নয়, হিন্দু-সহ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার। বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা অসচেতন, অল্পশিক্ষিত ও গরিব মানুষজনের! অতএব, কারও ছেলে ভোলানো আশ্বাস বাণীতে ভুলে যাবেন না। প্রমাণ তো ওদের করতে হবে না, আপনাকে আমাকেই করতে নথি আছে। তাই আপনি হয়ত বেঁচে যাচ্ছেন। কিন্তু ওদের কথা ভাববেন না, সেই খেটে-খাওয়া, ভ্যান চালক, কলকারখানায় কাজ করা দিন-মজুর, খেতে-খামারে কাজ করা কৃষক, সেই দরিদ্র-জর্জরিত পাংশু মুখের মানুষটার কথা, যে বা যারা আপনাকে নিত্যদিন পরিষেবা দেয়!

ইতিমধ্যেই বিহারে ৬৮ লাখ বাদ দিয়ে ২১ লাখ নতুন নাম সংযুক্ত হয়েছে তালিকায়। ৭ কোটি ৮৯ লাখ থেকে কমে ৭ কোটি ৪২ লক্ষ দাঁড়িয়েছে মোট ভোটার সংখ্যা।

আর বাংলায়? নিত্য বিস্তর লম্ফঝম্প করা গেরুয়া বাঁদর সেনা মোটেই আত্মবিশ্বাসী নন। একুশের ভোটের মতো নতুন করে বড় একটা কেউ আর 'দলবদলু' হতে আগ্রহী নন। উল্টে উত্তরবঙ্গেও পদ্মশিবির ভাঙছে, এতকিছুর পরও রাজ্য জুড়ে তৃণমূলে ঘর ওয়াপসির পালে হাওয়া। পাঁচ বছর আগের মতো এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখানো এবং পদ্ম শিবিরে লোক টানার দিন শেষ। একই অস্ত্র বারবার প্রয়োগ করলে কাঙ্ক্ষিত ফল মেলে না। ঘটা করে সদস্য সংগ্রহ অভিযানও ডাহা ফ্লপ। অতঃপর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং নাগরিকত্বের খুড়োর কল ঝুলিয়ে ভোট বৈতরণী পার করার কৌশলকে সামনে রেখেই এগোতে চাইছে বাইরে থেকে আসা সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীরা।এই বহিরাগত থিঙ্কট্যাঙ্ক এবং আগমার্কা দলবদলু এবং মেরুকরণ বাদ দিলে এ রাজ্যে বিজেপি আজও আঁতুড়ঘরে। এত কাঠখড় পুড়িয়ে যিনি সভাপতির আসনে বসেছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কতটুকু! বসে যাওয়াদের ফেরানোর চেয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাই বরং তাঁর নিরাপদ আশ্রয়।

নির্বাচনের ৬ মাস আগে সংগঠন কতটা তৈরি, লক্ষাধিক বুথের সর্বত্র প্রয়োজনীয় লোকলশকর আছে কি না সেদিকে খুব নজর আছে বলে মনে হচ্ছে না। রাজ্যের সমস্ত ব্লকে দলবদলুদের বাদ দিয়ে নিজ ক্ষমতায় বঙ্গ বিজেপির পক্ষে সকাল সন্ধে মিটিং-মিছিল করার সাংগঠনিক শক্তি কতটা তৈরি, ভোটের সকালে রাস্তায় সর্বত্র দলের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি চোখে পড়বে কি না, সেদিকে নজর দেওয়ার বদলে একটাই লক্ষ্য ভোটার তালিকাটা কেটে গোলপোস্টটাকেই পকেটে পুরে নাও। ব্যাস অতঃপর ইচ্ছেমতো গোল দাও। কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে মাঠের ভিতরে ও বাইরে বাঁশি বাজানোর লোক তো মজুতই আছে। এখন থেকেই ৩৫৫ কিংবা ৩৫৬ জারির হুমকিও জারি রয়েছে সমানে। বিহারে দু'দফায় ২৪৩ আসনে নির্বাচন হচ্ছে, বাংলায় দশ কিংবা তারও বেশি দফায় ভোট এবারও নিশ্চিত। যদি অলিম্পিক্স প্রতিযোগিতার আগে কোনও কুস্তিগির নিজেকে তৈরি রাখার বদলে বিপক্ষের স্বাস্থ্যহানির ফন্দি আঁটেন এবং প্রতিযোগিতা শুরু হতেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে নানা মতলবে ডিসকোয়ালিফাই করে জয়ের খোয়াব দেখেন তাহলে বলতেই হবে পুরো প্রক্রিয়াটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, বাংলার ভোটের আগে এসআইআর স্রেফ একটি প্রক্রিয়া না চক্রান্ত। কারণ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল জেলায় জেলায় প্রায় অস্তিত্বহীন সংগঠনকে ঢেলে সাজার বদলে ক্রমাগত তাঁদের কাজকর্মকে ভোটার তালিকার সংশোধনে সীমাবদ্ধ করে তুলছে। এর একটাই কারণ সংগঠন ঘুমিয়ে। কিছুতেই তাকে জাগানো যাচ্ছে না। কেউ ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরোধী নন। তালিকায় মৃত ভোটারের নাম থাকুক তাও কেউ চায় না। একইসঙ্গে দু'জায়গায় যাঁদের নাম আছে তাও বর্জনীয়। কিন্তু একুশে কেন্দ্রীয় এজেন্সি নামিয়ে এবং দলভাঙার পরও যেমন তৃণমূলকে পর্যুদস্ত করা দূরে থাক গায়ে একটা আঁচড় কাটাও হয়নি, এবারও যদি পরিণাম তাই হয়, তখন কী বলবে গেরুয়া পার্টি! আর কিছু বলার মুখ থাকবে?

অতএব, সময় থাকতে আমাদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সমূহ বিপদের মুখে পড়তে চলেছি, কিন্তু। বিহারে ডবল ইঞ্জিন সরকার ছিল। তাই কাজ হয়নি। এখানে আমাদের রাজ্য সরকারও এই পদ্ধতিতে এসআইআর-এর ঘোর বিরোধী।

অতএব, আপনার প্রতিবাদ ও কণ্ঠ দিয়ে সরকারকে জানান দিন। সংশ্লিষ্ট দফতরকে চাপ দিন।

জোরালোভাবে দাবি করুন, আধার, রেশন বা ব্যাংকের পাস-বুক-সহ অন্যান্য অথেনটিক নথিকেও ১১টি ডকুমেন্টস-এর সাথে যোগ করতে হবে। নইলে, আমাদের দ্বারা নির্বাচিত অবৈধ(!) সরকাকেও গদি ছাড়তে হবে। আন্দোলন চলুক গণতান্ত্রিক উপায়ে। পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি, গণমেলও দেওয়া হোক। দিকে দিকে এ নিয়ে মামলাও দায়ের হোক। সব ধরণের গণ সংগঠন গুলিও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিন।

যাঁরা হালকা ছলে বিষয়টাকে নিচ্ছেন তাঁরা কি দেখছেন না, বিহার ও আসামের অবস্থা!

অটোচালকদের সঙ্গে বচসা থেকে মারামারি। জখম হলেন এক ব্যক্তি। অভিযোগ পেয়ে গ্রেফতার এক। সোনারপুরের ঘটনা

শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে নয়া নজির গড়ল রাজ্য সরকার

প্রতিবেদন : ১৪ বছরে তৃণমূল সরকারের আমলে বাংলায় শিশু স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন বিজেপি-রাজ্যকে টেক্কা দিয়ে এখন নবজাতক ও শিশু চিকিৎসায় যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে বাংলা। উল্লেখযোগ্যভাবে শিশুমৃত্যু ও নবজাতক মৃত্যুর হার কমিয়ে নতুন মাইলস্টোন ছুঁল বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজ্যে উন্নতমানের নবজাতক চিকিৎসা ব্যবস্থা, পুষ্টি ও মাতৃশিক্ষায় উন্নতিসাধনের মাধ্যমে এই সাফল্য এসেছে। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে লিখেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শিশুস্বাস্থ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে বাংলা। শিশুমৃত্যুর হার (আইএমআর) ১৭, নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪, ৯৯.৫ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি। রাজ্যে তৈরি হয়েছে উন্নতমানের মা ও শিশু কেন্দ্র, নবজাতকদের জন্য উন্নতমানের আইসিইউ, শিশুরোগ আইসিইউ, 'শিশুসাথী'তে উপকৃত ৩২ হাজারেরও বেশি শিশু, শিশুস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে ৩৯২৬ কোটি থেকে ২১,৯৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। একনজরে গত ১৪ বছরে শিশু-চিকিৎসায় বাংলার সাফল্য নিম্নরূপ :

- ২০১১ সালে বাংলায় শিশুমৃত্যুর হার (আইএমআর) ছিল ৩২। বর্তমানে তা কমে হয়েছে ১৭।
- ২০১১ সালে বাংলায় নবজাতক মৃত্যুর হার (এনএমআর) ছিল ২২। বর্তমানে তা কমে ১৪।
- রাজ্যে টিকাদানের হার ৮০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ শতাংশ হয়েছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির হার ৬৮.১০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৯.৫ শতাংশ।
- মা ও শিশু কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে শূন্য থেকে ১৭ হয়েছে। এছাড়াও গত ১৪ বছরে রাজ্য জুড়ে ১২টি এনআইসিইউ, ২১টি পিআইসিইউ, ৭১টি এসএনসিইউ, ২৮৬টি এসএনএসইউ তৈরি হয়েছে।
- রাজ্য সরকারের 'শিশুসাথী প্রকল্প' ৩২ হাজারেরও বেশি শিশুকে উপকৃত করেছে যারা জন্মগত হৃদরোগ কিংবা ক্লাবফুটের মতো রোগে ভুগছে।
- ১৪ বছরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ৫ গুণ। ২০১১-১২ সালে যেখানে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাজেট ছিল ৩,৯২৬ কোটি টাকা, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা ২১,৯৩৮ কোটি টাকা।

রবিবার চন্দননগর হেলাপুকুর জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল। বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিল ছোট্ট অম্বিকা দাস।

তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া সেলের সম্মেলন

জেলায় ৩১-এ ৩১ আসনের ডাক

নাজির হোসেন লস্কর • বারুইপুর

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের নেতারা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ৩১-এ ৩১ আসন জয়ের ডাক দিলেন। রবিবার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দলের আইটি সেল, সোশ্যাল মিডিয়া সেল ও টিএমসিপি কর্মীদের নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ডায়মন্ড হারবার যাদবপুর সাংগঠনিক সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, জেলার বিধানসভাগুলির নবনিযুক্ত পর্যবেক্ষক জাহাঙ্গির খান, সাংসদ বাপি হালদার, টিএমসিপির সাংগঠনিক সভাপতি শ্রীজিৎ ঘোষ, বিধায়ক বিভাস সরদার, ব্লক সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি রফিকুল হাসান, পূর্ব বিধানসভার সোশ্যাল মিডিয়ার আনোয়ার জমাদার প্রমুখ। এছাড়া ছিলেন রাজ্য স্তরের আইটি সেলের উপাসনা চৌধুরী, অর্পণ ব্যানার্জি, অর্ণব দাস, কৃষ্ণাশিস সাহা, ফ্যাম কর্মীরা। মঞ্চ থেকে বাংলাবিরোধী সাম্প্রদায়িক বিজেপির মিথ্যা ও অপপ্রচার এবং এসআইআর দ্বারা বৈধ ভোটারদের অধিকার হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বিধানসভা এলাকার তরুণদের নিয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলার ঐতিহ্য, কৃষ্টি রক্ষায় মাঠে নামার আহ্বান করলেন বিধায়ক বিভাস সরদার। শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শিতায় আজ সোশ্যাল মিডিয়া অনেকটাই শক্তিশালী। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নেতৃত্ব দিতে হলে আগে বুথ লেভেলে কাজ করতে হবে। বিজেপির কুৎসা অপপ্রচার রুখতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। উপাসনা তাঁর পরিচিতি দিতে গিয়ে বলেন, আমি উপাসনা, আর আমার পদবি ডিজিটাল যোদ্ধা। জয় বাংলা স্লোগান তুলে উপস্থিত কর্মীদের উজ্জীবিত করেন উপাসনা চৌধুরী। বারুইপুর পূর্ব থেকে জেলার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ডিজিটাল যোদ্ধার নাম নথিভুক্তকরণের চ্যালেঞ্জ দেন ছাত্রনেতা শ্রীজিৎ। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচার কতটা জরুরি সে প্রসঙ্গে সম্প্রতি কাকদ্বীপের কালীমূর্তি ভাঙার ঘটনাকে তুলে ধরেন বাপি হালদার। তিনি বলেন, অভিযুক্ত নারায়ণ হালদারকে তৃণমূল কর্মী হিসেবে অপপ্রচার করেছিল কুৎসাকারী বিজেপি। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার কর্মীরা বিজেপির মঞ্চে বসে থাকা এই নারায়ণ হালদারের ছবি প্রকাশ করে মুখোশ খুলে দেয় তাদের। জাহাঙ্গির খান বলেন, বিজেপি ২০২১ সালে এনআরসি চালু করতে চেয়েছিল, পারেনি। আর এবার এসআইআর চালু করতে চাইছে। এবারেও পারবে না। বিপুল ভোটে আবার তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নেবেন। এদিন বিধানসভার ১৫টি পঞ্চায়েতের আইটি সেল-এর সভাপতির হাতে সোশ্যাল মিডিয়ার অস্ত্র হিসেবে নতুন মোবাইল ও স্ট্যান্ড তুলে দেন বিধায়ক বিভাস সরদার।

বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা তৃণমূলের আয়োজনে সোশ্যাল মিডিয়া সেলের সম্মেলনে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সাংসদ বাপি হালদার।

পচাগলা দেহ উদ্ধার যুবকের

সংবাদদাতা, বসিরহাট : অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। এদিন এক যুবকের পচাগলা দেহ ভেসে আসে মাটিয়ার খোলাপোতা এলাকায়। দুর্গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি শুরু করলে খালের দিকে নজর যায়। সেখানেই এক যুবকের পচাগলা দেহ ভাসতে দেখেন তাঁরা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাটিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশের অনুমান, ওই যুবকের বয়স ৩২ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিয়া থানার পুলিশ।

'উপকারী বন্ধু'র সাজে চুরির চক্র, পুলিশের জালে দু'জন

সংবাদদাতা, হাওড়া : রক্ষক সেজে যখন কেউ ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে তখন আসল রক্ষকই ত্রাতা হয়ে পাশে দাঁড়ায়। এবার এই ঘটনাই ঘটল হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। জনসাধারণকে সাহায্য করার অজুহাতে হাজির থাকত দুই বন্ধু। সেখানে আসা যাত্রীরা শৌচাগারে যাওয়ার সময় তাদের কাছে রেখে যেত ব্যাগপত্র। শৌচালয় থেকে বেরিয়ে আসার পর আর দেখা যেত না দুই উপকারী বন্ধুকে। সেই সঙ্গে উধাও হয়ে যেত সমস্ত ব্যাগপত্র। বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল ব্যাগপত্র পাহারা দেওয়ার নামে অভিনব এই চুরিচক্র। থানায় এই নিয়ে একাধিক অভিযোগও জমা পড়েছিল। এবার সেই মূর্তিমান দুই উপকারী বন্ধুকে যাত্রী সেজে পাকড়াও করল হাওড়া সিটি পুলিশ। পুলিশের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার হল গুণধর ওই দু'জন। পুলিশ জানায়, ধৃতদের নাম শ্যামসুন্দর সুর ও মনোহর সাউ। কীর্তিমান এই দু'জনের বাড়ি হুগলির রিষড়া থানা এলাকায়। পুলিশ তাদের কাছ থেকে ৬টি ব্যাগ, তিনটি ল্যাপটপ এবং কলকাতার একটি নামী সোনার দোকানের সিকিউরিটি গার্ডের ব্যাগের ভিতরে থাকা একটি রিভলভার এবং ৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। উপকারী এই দুই বন্ধুকে জেরা করে পুলিশ এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে।

গলায় ব্লেড ঢুকে মৃত্যু নাবালকের

সংবাদদাতা, হাওড়া : কারখানায় কাজ করতে গিয়ে লোহার ব্লেড ঢুকে মৃত্যু এক নাবালক শ্রমিকের। রবিবার সাঁকরাইল থানার রাজগঞ্জের ঘটনা। মৃতের নাম গোপাল সাউ(১৪)। রাজগঞ্জের শীতলাতলায় জনৈক রাজমহল বর্মার লোহার জিনিসপত্র কাটাইয়ের কারখানায় কাজ করত গোপাল। এদিন কাজ করার সময় লোহার যন্ত্রাংশ কাটার মেশিন থেকে ব্লেড ছিটকে এসে তার গলায় ঢুকে যায়। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত সাঁকরাইল ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কারখানার মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। কীভাবে এক নাবালককে কারখানায় কাজ করানো হচ্ছিল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। মালিক ছাড়াও একাধিক জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।

ছটপুজো উপলক্ষে হাওড়ার গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করে সেগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেশ রাই-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। রবিবার।

ছটপুজো উপলক্ষে এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে নতুন বস্ত্র ও পুজোর সামগ্রী তুলে দিলেন শ্রীরামপুর পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা।

রাজ্য
27 October, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছটপুজোর আগেই রবিবার থেকে বন্ধ হল রবীন্দ্র সরোবর লেক। রবিবার সকাল ১০টা থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে গেট। ঘোষণা কেএমডিএ-র

সুন্দরবনে বিরোধী শিবিরে ভাঙন, নতুন সভাপতির হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান

সংবাদদাতা, হাসনাবাদ : পুজো মিটতেই নতুন ব্লক সভাপতির হাত ধরে সুন্দরবনে বিরোধী শিবিরে ভাঙন। প্রায় পাঁচশো সক্রিয় বিরোধী কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার ঘটনা। হাসনাবাদে বিরোধী শিবিরে বড়সড় ভাঙন ধরাল তৃণমূল। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা-সহ ৫০০ জন কংগ্রেস নেতা-কর্মী-সমর্থক রবিবার যোগ দিলেন তৃণমূলে। উত্তর ২৪ পরগনা হাসনাবাদ ব্লকের বরুনাথ রামেশ্বরপুরের কংগ্রেস নেতা আব্দুর রউফ গাজি নেতা, কর্মী, সমর্থক-সহ পাঁচশো জনেরও কর্মীর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন হাসনাবাদের নব

■ কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন ব্লক সভাপতি আনন্দ সরকার।

নির্বাচিত ব্লক সভাপতি আনন্দ সরকার। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল শিক্ষক সেলের নেতা তুষার মণ্ডল, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক সভাপতি শহিদুল্লাহ গাজি, দিলীপ মৈত্র-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন নবনির্বাচিত ব্লক সভাপতি আনন্দ সরকার-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তৃণমূলে স্বাগত জানান। আনন্দ সরকার বলেন, কিছু মানুষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। এই যোগদান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়। এরফলে আগামী দিনে এই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন আরও জোরদার হল। বিরোধী শিবির থেকে তৃণমূলে এসে তাঁরা বলেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নে শামিল হতেই তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং আগামীদিনে তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে উন্নয়নের কাজ করবেন।

■ ছটপুজোর আগে রবিবার খড়দহের গঙ্গার তীরে রাসখোলা ও ফেরিঘাট পরিদর্শন করেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে জনপ্রতিনিধিদের কিছু পরামর্শও দেন বর্ষীয়ান নেতা।

■ মধ্যশিবপুর বলাকা সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বিধায়ক নমিতা সাহা, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, অনুপ বৈরাগী, দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ইউনুস আলি মল্লিক, পুজো কমিটির রাধাবল্লব দাস, তুহিন দাস প্রমুখ। রবিবার।

ভোগান্তি বাড়িয়ে ৪ জোড়া এক্সপ্রেস ও মেলের স্টপেজ বন্ধ বিধাননগরে

প্রতিবেদন : এমনিতেই ব্যস্ত অফিস টাইমে দুর্ভোগের শেষ নেই। এবার তুঘলকি সিদ্ধান্তে সাধারণ নিত্যযাত্রীদের আরও ভোগান্তির মধ্যে ফেলল পূর্ব রেল। যাত্রী সুরক্ষা ও স্টেশনে ভিড় নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে বিধাননগর রোড স্টেশনে চার জোড়া মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ বন্ধ করল রেল কর্তৃপক্ষ। রেল সূত্রে খবর, দূরপাল্লার ৪ জোড়া ট্রেন এখন থেকে আর দাঁড়াবে না বিধাননগর রোড স্টেশনে। ওই সব ট্রেনে যাঁরা দূরপাল্লার ভ্রমণ করেন তাঁদের এখন থেকে শিয়ালদহ বা পরবর্তী স্টপেজ থেকেই ট্রেনে উঠতে হবে। তালিকায় রয়েছে শিয়ালদহ-মালদহ টাউন গৌড় এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ-জয়নগর গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেসের

আপ ও ডাউন ট্রেন। রবিবার ও সোমবার থেকে এই ট্রেনগুলি আর পাওয়া যাবে না উল্টোডাঙা স্টেশন থেকে। রেলের বক্তব্য, এক্সপ্রেস ট্রেন থামার জন্য নাকি বিধাননগর রোড স্টেশনে অতিরিক্ত ভিড় হয়। কিন্তু অনেক নিত্যযাত্রী জেলা থেকে কর্মসূত্রে কলকাতায় আসার জন্য এই এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠতেন। তার জেরে অফিস-ফিরতি টাইমে সুবিধাও হত বেশ। কিন্তু এবার সেই ট্রেনগুলি বিধাননগর স্টেশনে না থামায় জেলার নিত্যযাত্রীরা যে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হবেন, তা বলাই বাহুল্য।

বৃষ্টিতে ভিজল শহর

প্রতিবেদন : রবিবার সন্ধ্যাতেই হালকা বৃষ্টিতে ভিজল শহর কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলি। তবে কোথাও ভারী বৃষ্টির খবর নেই। ছট পুজোতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা রাজ্য জুড়ে। এর মধ্যে আবার মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপকূলের জেলায় প্রভাব বেশি পড়বে।

বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরের জেলাতেও। রবিবারের মধ্যে সব মৎস্যজীবীকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, ফসলের ক্ষতি হতে পারে। তাই কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মাঠে পাকা ফসল থাকলে কেটে নেওয়ার জন্য। পাহাড়ের দৃশ্যমানতা কমতে পারে ভারী বৃষ্টির কারণে। শুক্রবারের পর হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। উত্তরের জেলায় মঙ্গলবার আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি।

■ রবিবার বারাসত ব্লক ১-এর শারদ সম্মান ও বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বিধায়ক রফিকুর রহমান, বিধায়ক রহিমা মণ্ডল, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরসাদ উদ জামান, ব্লক সভাপতি হালিমা বিবি-সহ অন্যেরা।

■ ছটপুজো উপলক্ষে বেলুড়ের গিরিশ ঘোষ রোডে এলাকাবাসীদের হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দিলেন বালির পুর প্রশাসক ও বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়। রবিবার।

এবার সব থেকে বড় জগদ্ধাত্রী চন্দননগরে

সংবাদদাতা, চন্দননগর : কলকাতা দুর্গা পুজোর মতো বিগত কয়েক বছর ধরেই থিমের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে চন্দননগরেও। এবার সবচেয়ে বড় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি করে চমকে দিল চন্দননগরের কানাইলাল পল্লি। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই মনমাতানো আলোকসজ্জা। নজরকাড়া রকমারি আলোকসজ্জা দেখতে প্রতি বছরই ভিড় জমান দেশ-বিদেশ থেকে আসা দর্শনার্থীরা। এবার এই আলোক সজ্জার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে থিমের রমরমা।

কানাইলাল পল্লির এই বছরের পুজো ৫২ বছরে পদার্পণ করেছে। ফাইবার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রতিমা। উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর এলাকার ফাইবার কাস্টিং শিল্পকে তুলে ধরা হয়েছে এই মণ্ডপে। পুজো কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ পোদ্দার বলেন, কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্ক বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুর্গা তৈরি করেছিল। আমরা

জগদ্ধাত্রী পুজোয় সেই চমক এনেছি। চন্দননগরে খড়, মাটি দিয়ে যে প্রতিমা তৈরি হয় তার ওজন অনেক বেশি হয়। সবচেয়ে বড় প্রতিমা তৈরিতে তাই আমরা ফাইবার ব্যবহার করেছি।

তিনি আরও বলেন, প্রশাসনের তরফে প্যান্ডেলের উচ্চতা কমিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। সেই নিয়ম মেনে মণ্ডপের ভিতরে মায়ের মূর্তিটি ১৩ ফুটের করা হয়েছে। ফাইবারের টুকরোগুলিকে লোহার ফ্রেমে আটকে মা জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা, সিংহ, হাতি ও চালচিত্র তৈরি করা হয়েছে। সেই চালচিত্রের মধ্যে রয়েছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের ফাইবার মূর্তি।

রবিবার ষষ্ঠীর আগেই সেজে উঠেছে চন্দননগর। ইতিমধ্যে উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে। চন্দননগরের কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য অনুযায়ী, মোট ১৮০টি পুজো কমিটি রয়েছে। এছাড়াও চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর মিলিয়ে আরও বেশ কয়েকটি পুজো রয়েছে। তবে সাবেকিয়ানা ধরে রাখে অধিকাংশ জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। এই বছর চার দিনের পরিবর্তে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো পাঁচ দিন করা হয়েছে। একাদশীর দিন বিসর্জন হবে সমস্ত প্রতিমার।

■ হাড়োয়ার বারাসত ব্লক ২-এর দাদপুর পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি হাইস্কুল মাঠে বাঙালিদের উপর বিজেপিশাসিত রাজ্যে অত্যাচার ও এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় বুরহানুল মুকাদ্দিম (লিটন), শমীক রায় অধিকারী, অভিষেক মজুমদার, রবিউল ইসলাম, সুরজিৎ মিত্র (বাদল), মনিরুল ইসলাম, মনোয়ারা বিবি, আসের আলি মল্লিক-সহ অন্যেরা

নাগরাকাটার বামনডাঙা এলাকায় স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বামনডাঙা চা-বাগানের টুন্ডু ও মডেল ভিলেজ এলাকার ৬৫০ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল মশারি

বন্যায় ভেসে গিয়েছে বইপত্র, প্রশাসনের দৌলতে রিয়ার শিক্ষার আলো অনির্বাণ

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

দুর্যোগে নষ্ট হয়েছে বই। বন্যায় ভেসে গিয়েছে দিনমজুর বাবার অতি কষ্টে কিনে দেওয়া শিক্ষার সামগ্রী। উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখা মেয়েটার চোখে যখন নেমে এসেছে আশা ভাঙার অন্ধকার তখনই পাশে দাঁড়াল প্রশাসন। ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্রী রিয়া। তাঁর বাবা রূপময় সরকার দিনমজুরির কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালান। পড়াশোনা করে সরকারি চাকরি নিয়ে সমাজ ও পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্নই ছিল রিয়ার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু ৫ অক্টোবরের ভয়াবহ বন্যা সেই স্বপ্নে বড় আঘাত হানে। ভেসে যায় তাঁর বই, খাতা ও সমস্ত শিক্ষাসামগ্রী। এই কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ায় রাজ্য প্রশাসন। ধূপগুড়ির বিডিও সঞ্জয় প্রধান ও জয়েন্ট বিডিও সৌম্যদীপ বায়েন বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে রিয়ার পরিস্থিতির কথা জানতে পারেন। তাঁর কথা শুনে তাঁরা উদ্যোগ নেন রিয়ার প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহের। রবিবার মানবিকতার এক অনন্য নজির গড়ে দুই আধিকারিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে রিয়ার হাতে তুলে দেন নতুন বই, খাতা ও অন্যান্য পড়াশোনার সামগ্রী। শুধু তাই নয়, বন্যার জলে ভেসে যাওয়া পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুনরুদ্ধারেরও আশ্বাস দেন তাঁরা। বিডিও সঞ্জয় প্রধান বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ খুব পরিষ্কার, দুর্যোগে কোনও মানুষ একা থাকবে না। আমরা চেষ্টা করছি প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে মানবিকতার হাত পৌঁছে দিতে। জয়েন্ট বিডিও সৌম্যদীপ বায়েন বলেন, রিয়ার মতো ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ভবিষ্যৎ। প্রশাসনের দায়িত্ব তাদের পাশে থাকা এবং তাদের স্বপ্ন ফের জাগিয়ে তোলা। রিয়ার চোখে এখন নতুন আশার দীপ্তি। মুখে ফুটে উঠেছে এক অদম্য হাসি। তিনি বলছেন, সব হারিয়ে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল আর পড়াশোনা করতে পারব না। কিন্তু স্যাররা আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন, আবার নতুন করে শুরু করার সাহস পাচ্ছি। রাজ্য সরকারের এই মানবিক উদ্যোগ উত্তরবঙ্গের অসংখ্য বন্যাদুর্গত পরিবারের জীবনে এক নতুন ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট, দুর্যোগে কেউ একা নয়, মানুষের পাশে মানুষই এই বাংলার শক্তি।

■ রিয়ার হাতে বই তুলে দিচ্ছেন বিডিও সঞ্জয় প্রধান

পুরসভার উদ্যোগ

● ছটপুজো উপলক্ষে শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগ। দশ হাজার ছটব্রতীর হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব। এই অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, শহরের প্রতিটি ঘাট উৎসবের জন্য সাজানো হয়েছে। পাশাপাশি সুষ্ঠুভাবে ছটপুজো সম্পন্ন করতে পুরসভার তরফে ঘাটগুলিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

পুলিশের তৎপরতায়

● কার্শিয়াঙে পরপর দোকানে একই কায়দায় চুরি! দুর্গাপুজোর সময় থেকেই পরপর চুরির ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য শুরু হয়। পুলিশের কাছে অভিযোগ যেতেই শুরু হয় তদন্ত। প্রত্যেক এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। দেখা যায় প্রতিটি দোকানেই চুরি হয় দুপুর ১টা থেকে ২টোর মধ্যেই। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হয় দুষ্কৃতীকে। অবশেষে রবিবার গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই চুরির নেপথ্যে বড় কোনও গ্যাং রয়েছে।

অনুপ্রবেশকারী ধৃত

● ফের প্রশ্নের মুখে সীমান্তের নিরাপত্তা। বাংলাদেশ থেকে দুই অনুপ্রবেশকারী ঢুকছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের সংলগ্ন সুস্থানি মোড় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম মোহাম্মদ রাসেল মিয়া (৩৩) ও মোহাম্মদ রিফাত (২১)। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ ও রংপুর জেলায় বলে জানা গেছে। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। গোটা ঘটনার পেছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুজোর সামগ্রী

● নকশালবাড়ি ব্লক ১ সাফাই কর্মচারী তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে বাগডোগরা বিহার মোড়ে ছটব্রতীদের ছটের সামগ্রী বিতরণ করা হল। ছিলেন দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নির্জল দে, জেলা কোর কমিটি সদস্য পাপিয়া ঘোষ, আইএনটিটিইউসি নকশালবাড়ি ব্লক ১ সভাপতি বিজয় গুরুং, মহিলা ব্লক সভাপতি পদ্মা দে রায়, ব্লক সহসভাপতি স্বাগত ঘোষ প্রমুখ।

সাত কোটি ব্যয়ে গ্রামীণ রাস্তা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের উদ্যোগে, আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকে পঞ্চায়েত দফতরের মঞ্জুরকৃত অর্থে তৈরি হচ্ছে গ্রামীণ পথ। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে খুশি এলাকার মানুষজন। আলিপুরদুয়ার জেলার ১ নম্বর ব্লকের গ্রামীণ অর্থনীতির সমৃদ্ধির লক্ষ্যে, সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ও পঞ্চায়েতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে গ্রামীণ পথ তৈরীর দাবি জানিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে পঞ্চায়েত দফতর সরাসরি সাত কোটি টাকা মঞ্জুর করে আলিপুরদুয়ার জেলার ১ নম্বর ব্লকের জন্য। ওই বরাদ্দকৃত অর্থে এই ব্লকে তৈরি হবে মোট ১৬টি গ্রামীণ রাস্তা। তার মধ্যে এই মুহূর্তে বিবেকানন্দ ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি করে ও শালকুমার এলাকায় একটি রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। শালকুমার এলাকায় শনিবার শুরু হওয়া রাস্তার কাজ পরিদর্শন করেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

আলিপুরদুয়ার

■ রাস্তার কাজ পরিদর্শনে সুমন কাঞ্জিলাল।

ভাঙন রুখতে লকগেট

সংবাদদাতা, মালদহ : প্রতি বছর বর্ষায় নদীবাঁধ ভেঙে যে ভয়াবহ দুর্ভোগ নামে ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুরে, এবার তার স্থায়ী সমাধানে নামল রাজ্য সেচদফতর। সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়ার নির্দেশে রবিবার এলাকা পরিদর্শনে যান দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক-সহ এক উচ্চপর্যায়ের দল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মালদহ জেলা সেচ দফতরের আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রানি মণ্ডল। পরিদর্শন শেষে চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, বারবার জলের তোড়ে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। পরিস্থিতি খারাপ থাকায় আপাতত জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগের জন্য একটি অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করা হবে। তবে মূল পরিকল্পনা হল, এই কাটা বাঁধের জায়গায় একটি স্থায়ী লকগেট তৈরি করা। তিনি বলেন, প্রতি বছরই এমন কাজ হচ্ছে, আর জলের চাপে তা ভেঙে দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে। এই চক্র ভাঙতে চাই। সমস্যা সমাধানে পাকাপাকি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। লকগেট তৈরি হলে আর প্রতি বছর বাঁধ ভাঙার আশঙ্কা থাকবে না, ফলে ভূতনির মানুষ দীর্ঘস্থায়ী স্বস্তি পাবেন। দ্রুত কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেচ দফতরের এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

সুষ্ঠুভাবে ছটপুজো সম্পন্ন করতে প্রশাসনের উদ্যোগ

প্রতিবেদন: সুষ্ঠুভাবে ছটপুজো সম্পন্ন করতে একগুচ্ছ উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। প্রতিটি ঘাটে রয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নদীঘাটগুলিতে জলের গভীরতা সম্পর্কে ব্রতীদের সতর্ক করতে লাগানো হয়েছে বোর্ড। ঘাটের চারিদিকে পর্যাপ্ত আলো দেওয়া হয়েছে। উত্তরের জেলাগুলিতেও প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে। রায়গঞ্জ শহরে প্রত্যেক বছর কুলিক নদীর একাধিক ঘাটে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে ছটপুজো অনুষ্ঠিত হয়। তবে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে গতবছর থেকে রায়গঞ্জ পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে ছটপুজো ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবারেও দ্বিতীয় বর্ষে একইভাবে এই পুকুরে অনুষ্ঠিত হবে ছটপুজো। এখানে ১৩, ২০, ২৩, ২৪ ও ২৫ নং ওয়ার্ডের পুণ্যার্থীরা পুজোতে অংশ নেন। মূলত এই সমস্ত এলাকাগুলি থেকে কুলিক নদীর ঘাট অনেক দূরবর্তী হওয়ার দরুন সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে পুরসভা এই উদ্যোগ নিয়েছে। রবিবার এই পুকুরে ছটপুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর অর্ণব মণ্ডল। কোচবিহারের তোর্সা নদীতে ছটপুজোর ঘাট পরিদর্শনে এলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই। বালুরঘাটে রবিবার সকাল ১১.৩০টা নাগাদ ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ আত্রেয়ী নদীর সদরঘাট পরিদর্শনে আসেন। ঘাটে সিভিল ডিফেন্স, স্পিডবোট, পর্যাপ্ত আলো এবং পুলিশি সহায়তা কেন্দ্র থাকবে, যেখানে প্রচুর পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন থাকবেন। এছাড়াও, একটি মেডিক্যাল সহায়ক বুথও প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাই খতিয়ে দেখতে তিনি এদিন পরিদর্শন করেন।

■ তোর্সা নদীর ঘাট পরিদর্শনে এসপি সন্দীপ কাররা।

■ সেজে উঠেছে আত্রেয়ী নদী ঘাট।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
27 October, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

কালীপুজোর মেলায় খেয়ে অসুস্থ ৫ পুলিশ কর্মী-সহ ১২

প্রতিবেদন : পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের তাকিপুর গ্রামে বড়কালীর পুজো উপলক্ষে বসেছিল মেলা। সেই মেলায় খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরে পাঁচ পুলিশকর্মী ও ১২ জন ব্যবসায়ী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ। এমনকী এক দোকানির মৃত্যু ঘিরেও উঠেছে প্রশ্ন। ১৭ জনকে গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে অনেককেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। মৃত ব্যবসায়ীর নাম নওলেশ পণ্ডি। হাওড়ার বেলুড়ের বাসিন্দা। রবিবার তাঁর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।

■ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে অসুস্থদের।

তকিপুর গ্রামে কালীপুজো উপলক্ষে প্রতিবছরই মেলা বসে। এখানকার বড়কালীর পুজো খুবই জনপ্রিয়। দূরদূরান্তর থেকে বহু মানুষ আসেন। বিসর্জনেও ভিড় হয়। তাই প্রচুর পুলিশ থাকে। গ্রামেরই একটি বাড়িতে তাঁদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অভিযোগ, রেখা মিত্র নামে গ্রামেরই এক বাসিন্দার বাড়িতে খাবার খাওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ডিউটিরত পুলিশ ও মেলার কয়েকজন দোকানি। যদিও রেখার দাবি, তাঁর বাড়ির খাবার খেয়ে কেউ অসুস্থ হননি। যিনি মারা গিয়েছেন, তিনিও তাঁর বাড়িতে খাননি। অন্য কোনও কারণে তাঁর মৃত্যু বলে দাবি তাঁর। আউশগ্রাম-১ এর বিএমওএইচ জয়দ্রথ বিশ্বাস জানিয়েছেন, পাঁচ পুলিশকর্মী-সহ ১৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ডায়ারিয়ার উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হন তাঁরা। প্রাথমিকভাবে অনুমান, খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্যই অসুস্থতা। তবে যিনি মারা গিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে কারণ জানা যাবে।

মদের ঠেকে মহিলাদের হানা

পুরুলিয়ায় থানায় অবস্থান

প্রতিবেদন : গ্রাম জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় অবাধে বিক্রি হচ্ছে মদ। প্রায় প্রতিটি বাড়ির পুরুষ এবং যুবসমাজ নেশায় আকৃষ্ট। যার ফল ভুগতে হচ্ছে গ্রামের মহিলাদের। সাংসারিক অশান্তি লেগেই রয়েছে। তা থেকেই তাঁরা জোট বেঁধে অভিযান চালাচ্ছেন মদবিক্রির বিরুদ্ধে। পুলিশে বহুবার নালিশ করা হয়েছে। পুলিশের তরফে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে শনিবারও গ্রামে যথারীতি মদ বিক্রি হচ্ছে জানতে পেরেই ফের বিক্ষোভে ফেটে পড়েন মহিলারা। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এখানেই তাঁরা থেমে থাকেননি। দলবেঁধে মদবিক্রির দোকানগুলিতে হানা দিয়ে প্রচুর মদ নষ্ট করে দেন। যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পুরুলিয়ার দুবচড়কা গ্রামে। মহিলাদের অভিযোগ, গ্রামে মদবিক্রি বন্ধের দাবিতে কয়েকদিন ধরে লাগাতার বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা। এমনকী গত শুক্রবার পুরুলিয়া থানায় অবস্থান বিক্ষোভ করেন। সেই সময় পুলিশের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়। অভিযোগ, কিন্তু কিছুই করা হয়নি। শনিবার সন্ধে নামতেই যথারীতি মদ বিক্রি শুরু হয়। তাতেই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে।

পুরুলিয়া আবগারি দফতরের অতিরিক্ত সুপারিনটেনডেন্ট প্রতাপ সরকার বলেন, আমরা জেলা জুড়ে নজর রেখেছি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পদক্ষেপ করছি। তবে মদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সমস্যায় পড়েছে আবগারি দফতর। কারণ বিক্রি কমে গেলে রাজস্ব কমে যাবে।

বাজি পোড়াতে গিয়ে চোখে আঘাত বালকের

সংবাদদাতা, তমলুক : কার্বাইড দিয়ে বাজি পোড়াতে গিয়ে চোখে আঘাত লাগল নয় বছরের এক বালকের। তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকরা দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জানা গিয়েছে, ওই বালকের নাম নিশিকান্ত রানা (৯)। বাড়ি তমলুকের হরশংকর গ্রামে। এদিন টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরে ওই বালক ও তার দাদা বাজি ফাটাতে শুরু করে। ইউটিউব দেখে কার্বাইড দিয়ে বাজি ফাটানোর চেষ্টা করে তারা। একটি বোতলের মধ্যে কার্বাইড ঢুকিয়ে বাজি ফাটানোর সময় বোতল থেকে আচমকা কার্বাইডের ধোঁয়া চোখে এসে লাগে। মুহূর্তের মধ্যে চোখে অন্ধকার দেখে বালক। তার ডান চোখের আইরিশ সম্পূর্ণ ধোঁয়াটে হয়ে যায়। বালকটিকে তড়িঘড়ি তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা চলছে। বালকের বাবা নির্মল রানা বলেন, বাড়ির সকলের অলক্ষ্যে দুই ভাই মিলে বাজি পোড়াতে গিয়েছিল। এভাবে কার্বাইড দিয়ে বাজি পোড়াবে ভাবতে পারিনি। চিকিৎসকদের ওপর ভরসা রাখছি।

ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে উত্তরের পাহাড়ি গাছ

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকার গাছ ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে। মালদায় গঙ্গাপাড়ের হিজল গাছের খোঁজ মিলেছে সুবর্ণরেখার তীরবর্তী এলাকায়। বন দফতরের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, নানা মূল্যবান ঔষধি গাছের ভাণ্ডার রয়েছে ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে। ঝাড়গ্রাম বনবিভাগের আওতায় রয়েছে দশ হাজার হেক্টর বনভূমি। সেখানে সমীক্ষা চালিয়ে বন দফতর জানিয়েছে, ঝাড়গ্রামের শালজঙ্গলের সঙ্গে মহুল, পটাশ, পলাশ, হরীতকী, নিমগাছের পাশাপাশি তিন প্রজাতির কেন্দু ফলের গাছ ও দুই প্রজাতির চালতা গাছের হদিশ মিলেছে। এর মধ্যে একটি উত্তরবঙ্গেই পাওয়া যায়।

খড়্গাপুরে ভাঙচুর, হুমকি

সংবাদদাতা, খড়্গাপুর : রণং দেহি মেজাজে খড়্গাপুর পাড়ার একদল মহিলা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন মদের দোকান। অভিযোগ, এলাকাতে বেআইনি মদের কারবার চলছে রমরমিয়ে। বছর আগেই বেশ কয়েকজন মারা গিয়েছেন, অসুস্থ হয়েছেন একাধিক। বারবার পুলিশকে জানিয়েও সুরাহা হয়নি। শেষমেশ নিজেদের হাতেই লাঠিসোঁটা তুলে শতাধিক মহিলা খড়্গাপুরের বারবেড়িয়ার পূর্বপাড়া এলাকায় রাত্রিবেলা হাজির হয়ে বেআইনি মদের দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর চালান। কখনও বাড়িতে, কখনও দোকানে ভাঙচুর চালান। ফ্রিজের মধ্যে থাকা একাধিক মদের বোতল দোকানির বাড়িতেই এক এক করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। এইখানেই থামেননি, মদের দোকান বা বাড়িতে ভাঙচুর করার সময় বাধা দিতে গেলে এক ব্যক্তিকে ধরে টানাহেঁচড়াও করতে দেখা যায় মহিলাদের। মহিলাদের একটাই বক্তব্য, এলাকা থেকে বেআইনি মদের দোকান সরিয়ে নিতে হবে। না হলে এর পরিণতি ভাল হবে না।

কৃষি মহাবিদ্যালয় দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে সহশিক্ষা

প্রতিবেদন : রামকৃষ্ণ মিশনে সহশিক্ষার দরজা খুলে দিল পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। শনিবার পুরুলিয়া বিবেকানন্দ নগরে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ কৃষি মহাবিদ্যালয়ের। কৃষি মহাবিদ্যালয় সূচনায় পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রদানন্দ জানান, মিশনের ইতিহাসে এই দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকবে। নদিয়ার বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এদিন থেকে পথচলা শুরু করল এই কলেজ। মোট আসন ৬০টি। সূচনা বর্ষে ৩৯ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ২০ জন ছাত্রী। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের মূল উদ্দেশ্য শিবজ্ঞানে জীবসেবা। এই মহাবিদ্যালয় এই অঞ্চলের জন্য নবদিগন্ত খুলে দেবে। কৃষি দফতরের মহিলা অফিসারদের প্রতি মানুষের আস্থা রয়েছে, সেটা উপলব্ধি করি। এই মহাবিদ্যালয় আলোকবর্তিকা হয়ে সবুজ বিপ্লবে বড় ভূমিকা নেবে।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় নারী বেশে জল সাজতে যান পুরুষেরা

প্রতিবেদন : মেয়েদের সাজে পুরুষ। না, এলজিবিটি প্যারেড নয়। কৃষ্ণনগরের এক জগদ্ধাত্রীপুজোয় এমনটাই রীতি। বহু বছর মালোপাড়া বারোয়ারি জগদ্ধাত্রীপুজোয় এই রীতিই চলে আসছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবাড়ির পুজো কৃষ্ণনগরে সবচেয়ে প্রাচীন। সিংহাসনে তখন নবাব আলিবর্দি খাঁ। তাঁর রাজত্বকালে নদিয়ার রাজার কাছ থেকে ১২ লক্ষ টাকা নজরানা দাবি করা হয়। কৃষ্ণচন্দ্র তা দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় মুর্শিদাবাদে। ছাড়া পেয়ে রাজা নদীপথে কৃষ্ণনগরে ফেরার পথে দেবী দুর্গার বিসর্জনের বাজনা শোনেন। সেবছর দুর্গাপুজো করতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখ পান তিনি। তারপরই স্বপ্নাদেশ পান। আর তাতেই কৃষ্ণনগরে শুরু করেন জগদ্ধাত্রীপুজো। প্রাচীনত্বের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে মালোপাড়া বারোয়ারি। দেবী জলেশ্বরী মালোপাড়া বারোয়ারিতে পূজিতা হন। এই পুজোর বিশেষত্ব অনেক। একসময় রাজার অনুদানে পুজো হত। এখনও সেই অনুদান বন্ধ হয়নি। এই পুজোয়

মালোপাড়া বারোয়ারি

আরেক অদ্ভুত রীতি আছে। তা হল পুরুষরা নারীর সাজে জল সাজতে যান। শাড়ি, গয়না পরে সাজেন তাঁরা। বাড়ির পুরুষদের শাড়ি পরতে সাহায্য করেন মহিলারাই। জল ভরার পর নারীবেশে পুরুষেরা পথে থাকা আরও তিন দেবতার মন্দিরে যান। আমন্ত্রণ জানান। কেন এমন অভিনব রীতি? তা নিয়ে নানা মত। তবে মায়ের সঙ্গে পূজিত হন শিব। আর শিবের থেকেই নারীর সৃষ্টি বলে মনে করা হয়। তাই দেবতাকে তুষ্ট করতে ও নারীর প্রতি সম্মান জানাতে এই প্রথার শুরু। এই ভাবেই দেবী জলেশ্বরী পুজোর সূচনা। পুজোয় আজও হয় ধুনো পোড়ানো।

রবিবার বিকেলে জুনপুট কোস্টাল থানা এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় অষ্টাদশী তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় মানুষজন ঝোপের মধ্যে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন। পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলে জানান ওসি কামাল হাসেদ

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে 'নো কস্ট মডেলে' শুরু হয়েছে খাল ও নদী সংস্কারের কাজ

সংবাদদাতা, ঘাটাল: দাসপুর ২ ব্লকের শোলাটোপা খাল ও দাসপুর ১ নম্বর ও ঘাটালের শিলাবতী নদী সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কালীপুজোর আগে ঘাটাল টাউন হলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন এলাকার সাংসদ দীপক অধিকারী ও সেচমন্ত্রী ডঃ মানস ভুঁইয়া। বৈঠক শেষে জানানো হয়, পুজোর পরেই শুরু হবে নদী ও খাল সংস্কারের কাজ। কথামতো কালীপুজো শেষ হতেই শুরু হয়ে গিয়েছে খাল সংস্কারের কাজ। শিলাবতী নদীর ২৩ কিমি খনন হবে। দাসপুর ১ ব্লকের মুর্শিদনগর থেকে শুরু হয়েছে কাজ। অপরদিকে দাসপুর ২ ব্লকের শোলাটপা খালের ১৪.৭ কিমি অংশে খনন শুরু হয়েছে। এককথায় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে নদী খননের কাজ শুরু হল দাসপুর ১ ও ২ ব্লক-সহ ঘাটালে। সেচ দফতর জানিয়েছে, মোট ৩৬টি খাল ও নদী খননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঘাটাল মাস্টার প্লানে খাল ও নদী খনন বা ড্রেজিংয়ের জন্য রাজ্য সরকারের কোনও খরচ হচ্ছে না। উল্টে খাল ও নদী খননে ঠিকাদারি সংস্থাদের থেকে রাজ্য সরকারের ভাঁড়ারে মোটা অঙ্কের রাজস্ব আদায় হবে বলে জানা গিয়েছে। পুজো মিটতেই তাই ঘাটাল মাস্টার প্লানের কাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে।

■ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অধীন দাসপুরের খালে চলছে সংস্কারের কাজ।

বিবাদে খুন বৃদ্ধ

প্রতিবেদন : রবিবার সকালে কান্দির হিজল অঞ্চলের দক্ষিণপাড়ায় ময়ূরাক্ষী নদীর ঘাটে বালি তুলতে যান মাজেদ আলি। এক বস্তা বালি নিয়ে যাওয়ার সময় ফজু শেখ নামে এলাকারই এক যুবক তাঁকে বাধা দেন বলে অভিযোগ। দু'জনের মধ্যে বিবাদ থেকে ফজু মাজেদ আলিকে মারধর শুরু করলে ভাই মাজেদকে বাঁচাতে যান গোলাম শেখ। গোলামকেও মারধর করলে তিনি রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা কান্দি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা গোলাম শেখকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কান্দি থানার পুলিশ পৌঁছে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় তারা। ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি করেন। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করে।

ইস্তফা দিতে চান সুজয়

প্রতিবেদন : পদত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ করে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে চিঠি দিলেন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। তবে কেন তিনি দায়িত্ব ছাড়তে চান সেই বিষয়ে খোলসা করে কিছু জানাননি তিনি। গত কয়েক বছর ধরে তিনি সাফল্যের সঙ্গে হাওড়া পুরসভার কাজ সামলাচ্ছিলেন।

অপহরণে ধৃত

সংবাদদাতা, মহিষাদল : এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় থেকে শুভঙ্কর করকে গ্রেফতার করল মহিষাদল থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি খেজুরি থানা এলাকায়। গত সেপ্টেম্বরে মহিষাদল থানা এলাকার এক নাবালিকা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। তার মা লিখিত অভিযোগ করলে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে শুভঙ্কর তাকে নিয়ে পালিয়েছে। শনিবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে হানা দেয় মহিষাদল থানার পুলিশ। নাবালিকাকে উদ্ধারের পাশাপাশি ওই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ডুবে মৃত্যু ছাত্রীর

সংবাদদাতা, পটাশপুর : রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে জলে ডুবে মৃত্যু হল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুপ্রীতি সাঁতরার (১৭)। বাড়ি কুতুবপুরে। রবিবার সকালে নিখোঁজ হয় ওই ছাত্রী। খোঁজা শুরু করে দুপুর নাগাদ বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পুকুরে দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা।

ছটপুজোর আগে ঘাট পরিদর্শন চন্দ্রকোনার ওসি ও পুরপ্রধানের

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা: আগামী মঙ্গলবার ছটপুজা। তার আগে চন্দ্রকোনা শহরের ঘাট পরিদর্শন করলেন চন্দ্রকোনা থানার ওসি শুভঙ্কর রায় ও পুরপ্রধান প্রতিমা পাত্র। রবিবার চন্দ্রকোনা পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোসাঁইবাজারে দালালপুকুর ঘাট পরিদর্শন করেন ওসি ও চেয়ারম্যান। ছিলেন চন্দ্রকোনা পুরসভার সাফাই, বিদ্যুৎ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা। গোসাঁইবাজারে দালালপুকুর পাড় সংলগ্ন এলাকায় বসবাস বিহারি পরিবারের। তাঁদের সবথেকে বড় উৎসব ছটপুজো। ছটপুজোয় ঘাটগুলিতে যাতে সুষ্ঠুভাবে বিহারি সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের ধর্মীয় পুজো পালন করতে পারেন তা নিশ্চিত করতেই পুলিশ ও পুরসভার যৌথ উদ্যোগে ঘাট পরিদর্শন করা হল। দালালপুকুরে ছটপুজোর ঘাট অস্থায়ীভাবে সংস্কার, আলো ইত্যাদি যা প্রয়োজন স্থানীয় ছটপুজো কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান পুরপ্রধান প্রতিমা পাত্র। নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যাতে পুজো সম্পন্ন হয় পুলিশ সেদিকে নজর রাখবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

■ ঘাট পরিদর্শনে পুরপ্রধান প্রতিমা পাত্র।

হিংসার ঘটনা অতীত, জেলার বড় ছটপুজোর জন্য তৈরি সামশেরগঞ্জ

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : আজ ছটপুজোকে ঘিরে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভা বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছে। জেলায় ছটপুজোর দিন সবথেকে বেশি মানুষের ভিড় হয় সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পুরসভার দুটি ঘাটে। সাম্প্রতিক হিংসার ইতিহাস ভুলে সামশেরগঞ্জ থানা এলাকার মানুষ এবছর কালীপুজো এবং দুর্গাপুজোয় যেভাবে উৎসবে মেতেছিল প্রশাসনকর্তারা আশাবাদী একইভাবে এলাকার মানুষ নির্বিঘ্নে ছটপুজো সম্পন্ন করবেন। ছট উপলক্ষে ইতিমধ্যেই তৃণমূল পরিচালিত ধুলিয়ান পুরসভা কাঞ্চনতলা ও কলাবাগান ঘাট পরিষ্কার করে সাজিয়ে তুলেছে যাতে পুণ্যার্থীরা নির্বিঘ্নে পুজো আচার পালন করতে পারেন। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ছট উপলক্ষে ইতিমধ্যে গঙ্গা তীরবর্তী ঘাটগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। ঘাটে আলোকসজ্জা, সিঁড়ি মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এছাড়াও পানীয় জল, অস্থায়ী শৌচাগার ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করেছে পুরসভা। ধুলিয়ানের উপপ্রধান সুমিত সাহা বলেন, ছটপুজো আমাদের এলাকার ঐতিহ্যবাহী উৎসব। ফি বছর সামশেরগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকার মানুষ ছাড়াও আশপাশের বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে প্রায় ৬০-৭০ হাজার মানুষ কাঞ্চনতলা ও কলাবাগান ঘাটে ছটপুজো করেন। পুরসভার সাফাই বিভাগের প্রায় ৪০ কর্মী ঘাট পরিষ্কার করে ব্যবহারোপযোগী করেছেন। পুণ্যার্থীদের ঘাটে যাওয়ার রাস্তা ও ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। প্রশাসনকর্তারা জানিয়েছেন, এই উৎসবের মাধ্যমে এলাকার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ঐক্য আবারও প্রকাশ পাবে।

সূর্য আরাধনার লক্ষ্যে দুর্গাপুরের বাজারে ক্রেতার ঢল, চলল শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাত পোহালেই শুরু হচ্ছে সূর্য উপাসনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকোৎসব ছটপুজো। ইতিমধ্যেই দুর্গাপুর জুড়ে শুরু হয়েছে উৎসবের প্রস্তুতি। সোমবার বিকেলে এবং মঙ্গলবার ভোরে শহরের বিভিন্ন ঘাটে পুজো দেবেন ছটব্রতীরা। রবিবার দুর্গাপুরের বেনাচিতি মার্কেট ও বিভিন্ন ফলের দোকানে উপচে পড়েছে ভিড়। কলা, নারকেল, আখ, লাউ, ফলমূল ও পুজোর অন্যান্য সামগ্রী কেনার হিড়িকে পা ফেলার জায়গা নেই বাজারে। ছটপুজো হল সূর্যদেব ও তাঁর পত্নী উষা দেবীর আরাধনা। এই পুজো মূলত বিহার, ঝাড়খণ্ড, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিহারি সম্প্রদায়ের মানুষের অন্যতম প্রধান উৎসব। এই সূর্যোপাসনা জল, প্রকৃতি ও মানব জীবনের মধ্যেকার সামঞ্জস্যের এক অনন্য প্রকাশ। কার্তিক মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে হয় এই পুজো। বিশ্বাস করা হয়, সূর্যদেবই জীবনের শক্তি, আলো ও সুস্বাস্থ্যদাতা। তাই ছটব্রতীরা নির্জলা উপবাস করে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় অর্ঘ্য নিবেদন করেন। এই উপাসনায় কোনও মূর্তি বা প্রতিমা থাকে না, থাকে প্রাকৃতিক উপাদান হিসাবে নদী বা জলাশয়ের জল, সূর্যের আলো এবং ফলমূল। পুজো চলাকালীন চার দিন ধরে ছটব্রতীরা শুদ্ধতা, সংযম ও নিষ্ঠার সঙ্গে নানা আচার পালন করেন। সেগুলি হল নহাই খাই, খরনা, সন্ধ্যা অর্ঘ্য ও উষা অর্ঘ্য। দুর্গাপুরের কুমারমঙ্গলম পার্ক, মোহিষ্কাপুর, বেনাচিতি, মামড়া ও রাজবাঁধ অঞ্চলে প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোর বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ছট ঘাটগুলিতে চলছে আলোকসজ্জা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ। শহরজুড়ে এখন উৎসবের আবহ। ছটপুজো শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এটি আত্মসংযম, কৃতজ্ঞতা ও প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক। দুর্গাপুর শিল্পনগরীতে এখন ভোরের নদীতীরে ঢেউ খেলছে আস্থার রঙ, ভক্তির সুর। সূর্যোদয়ের প্রথম আলোকরেখায় মিশে যাচ্ছে মানুষের আশা, প্রার্থনা আর অদম্য বিশ্বাস।

■ বেনাচিতি বাজারে ছটের কেনাকাটায় উপচে পড়া ভিড়। রবিবার।

সব আসনেই রাম-বাম-শ্যামেরা গোহারা হারল তৃণমূলের কাছে

নন্দীগ্রামে মাদ্রাসার ভোটে জয়ের পর সবুজ আবিরে মাখামাখি হয়ে তৃণমূলের বিজয়োল্লাস। রবিবার।

নন্দীগ্রামে মাদ্রাসা ভোট

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : নন্দীগ্রামে মাদ্রাসার নির্বাচনেও খাতা খুলতে পারল না বিরোধীরা। তৃণমূলের কাছে সবক'টি আসনেই গোহারা হয়েছে বিরোধীরা। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের মহম্মদপুর দারুল উলুম সিনিয়ার মাদ্রাসার অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনের কর্মসূচি ছিল। মোট ৬টি আসনের ভোটে সবক'টিতেই জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। প্রসঙ্গত, তৃণমূলের বিপক্ষে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কংগ্রেস, সিপিএম এবং আইএসএফ। সব দলকেই সেখানে গোহারা হারতে হয়। এদিন নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতেই সবুজ আবির মেখে উল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ, তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান-সহ অন্যরা। বাপ্পাদিত্য জানান, বিজেপির রূপ মানুষ বুঝতে পেরে ওদের পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। আগামী দিনে তাই যত নির্বাচনই হবে সব ক্ষেত্রেই ওরা এভাবেই গোহারা হারবে।

পাখির চোখ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন

গোপীবল্লভপুর ব্লকে তৃণমূলের প্রস্তুতিসভা হল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ২০২৬-এর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের কুলিয়ানা অঞ্চল তৃণমূলের তরফে প্রস্তুতিসভার আয়োজন করা হয় স্থানীয় সুবর্ণরেখা গেস্ট হাউসে। সভায় উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি টিঙ্কু পাল, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, অঞ্চলের কার্যকরী সভাপতি তারাশঙ্কর কুইলা, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাবিত্রী মুদি-সহ অঞ্চল নেতৃত্ব। সভায় গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি টিঙ্কু পাল বলেন, ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। তাই দলের প্রতিটি কর্মীকে সক্রিয়ভাবে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলাকে বঞ্চনার

কথা তুলে ধরতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপিকে ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে রাজনৈতিকভাবে উৎখাত করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দলের নির্দেশ মেনে সমস্ত শাখা সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

বালিপাচারে ২ ডাম্পার আটক

সংবাদদাতা, হলদিয়া : বালিপাচারের সময় স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ল দুটি সাদা বালি বোঝাই ডাম্পার। রবিবার দুপুরে হলদিয়া উন্নয়ন ব্লকের বাড় উত্তর হিংলি গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গা মোড় এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়েই ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সঠিক কাগজপত্র না দেখাতে পারায় ডাম্পার দুটি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি) বৈভব চৌধুরি বলেন, বাড়ি দুটির কাগজপত্র খতিয়ে দেখার পর জরিমানা সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ছটপুজোয় অন্ডালে মাছ-মাংসের দোকান বন্ধের ফতোয়া বিজেপি নেতাদের

প্রতিবেদন : ছটপুজোর জন্য রবি-সোম দু'দিন রাস্তার উপরে থাকা সমস্ত মাছ-মাংসের দোকান বন্ধ রাখতে হবে। পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল বাজারে এই ফতোয়া জারি করেন স্থানীয় বিজেপি নেতাদের একাংশ বলে অভিযোগ। রবিবার সকালে জোর করে একটি মাংসের দোকান বন্ধ করতে যান এলাকায় পরিচিত কয়েকজন বিজেপি কর্মী। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বেধে গেলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অন্ডাল থানার পুলিশ। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ওই মাংসবিক্রেতাকে আশ্বস্ত করে। পুলিশের পক্ষে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, কেউ আইনিভাবে ব্যবসা করলে দোকান খুলে রাখবেন না বন্ধ রাখবেন সেটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত।

অভিযোগকারী মাংসবিক্রেতা অজয় মণ্ডল জানিয়েছেন, ছটপুজোর জন্য মাংসের দোকান বন্ধ রাখতে করার নির্দেশ দিয়েছিল কয়েকজন বিজেপি কর্মী। তিনি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে পুজোর জন্যে ফল লাগলে ফলের বাজারে যাবেন। তার জন্যে মাংসের দোকান কেন বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু তবু তাঁকে নাকি হুমকি দেওয়া হয়। এই বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা রাখালচন্দ্র দাসের বক্তব্য, বহু মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে ছটপুজো করেন। তাঁরা বাজারে আসবেন ফল ও পুজোর সামগ্রী কিনতে। রাস্তার ধারে মাছ-মাংসের দোকানের নোংরা জল পায়ে লাগবে, এটা ঠিক নয়। সেই কারণেই রাস্তার ধারের মাছ-মাংসের দোকান বন্ধ রাখতে বলা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে সুর চড়িয়ে তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি তথা মদনপুরের পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ দেওয়াসি জানান, অন্যায়ভাবে মাছ-মাংসের দোকান বন্ধের ফতোয়া জারি করে বিজেপি। পুলিশের কাছে দাবি, আইনি পদক্ষেপ করা হোক।

কান্দি হাসপাতাল

নার্সিং স্টাফদের উপর হামলায় গ্রেফতার হল ৪

প্রতিবেদন : সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে শনিবারেই নবান্নে উচ্চপর্যায়ের একটি বৈঠকে ভারচুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক শেষে একাধিক নির্দেশিকা জারি হয়। তার মধ্যেই শনিবার এক রোগীর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে কান্দি হাসপাতালে কর্তব্যরত এক নার্সের উপর চড়াও হয় রোগীর আত্মীয়রা। হাসপাতালে ঢুকে তারা ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। নার্সরুমেও ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তীব্র আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয় কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মী এবং নার্সদের মধ্যে। এরপরেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা-সহ একাধিক দাবিতে হাসপাতাল সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত চারজন গ্রেফতার হয়েছে পুলিশের হাতে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা সকলে খড়গ্রামের বাসিন্দা। জরুরি বৈঠকে নিরাপত্তা-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেন হাসপাতাল কর্তারা।

যোগীরাজ্যে জঙ্গলরাজ

(প্রথম পাতার পর)

বিজেপির ভাড়াটে খুনিদের হাতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক নির্যাতিত হলেও তারা পরিকল্পিতভাবে হস্তক্ষেপ করছে না। বিজেপির বাংলা বিরোধী নীতিতে বারবার ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে হিংসার মুখে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। কোথাও মারধর, কোথাও খুনের মতো ঘটনা ঘটছে। শেষ কয়েক মাসে কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে এ ধরনের ঘটনা। বাংলার শ্রমিকদের খুন করা হয়েছে শুধুমাত্র তাঁরা বাঙালি বলে, বাংলাভাষী বলে।

বীরভূমের কসবা থানা এলাকার বাসিন্দা গোপাল হেমব্রম। গত ২২ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশে কাজের জন্য যান। তারপর থেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না পরিবার। এই পরিস্থিতিতে তাঁর মাথা থেঁতলানো দেহ উদ্ধার হয়। দিশাহারা পরিবার। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। পরিবারের তরফ থেকে চার সদস্যকে পাঠানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশের কানপুরে। বারবার যেভাবে বিজেপির হিংসার শিকার হচ্ছে বাংলার শ্রমিকরা, তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তৃণমূল। প্রশ্ন তোলা হয়েছে, বিজেপি এখন এমন একটা মিশনে নেমেছে, যেখানে গোটা দেশটাকেই বাঙালিদের জন্য বসবাসের অযোগ্য করে তোলা যায়। যাঁরা এই দেশের জন্য রক্ত ঝরিয়েছেন, আজ তাঁরাই বিতাড়িত হচ্ছেন, খুন হচ্ছেন। এবার বাংলার মানুষ বিজেপিকে এই হিংসা ও বিদ্বেষের সমুচিত জবাব দেবে। এবার সময় এসেছে প্রকৃত শত্রুদের পতন নিশ্চিত করার। সেই পতন শুরু হবে এই বাংলার মাটি থেকেই, ২০২৬-এ।

ধৃত বিজেপি নেতার ছেলে

(প্রথম পাতার পর)

বিজেপি টাকার বিনিময়ে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। ফেসবুক মাধ্যমে দলের বক্তব্য, বিজেপি নিমজ্জিত হয়েছে চূড়ান্ত নৈতিক অধঃপতন ও নোংরামির অন্ধকার গহ্বরে। ন্যায়বিচারের বদলে মামলা ধামাচাপা দিতে স্থানীয় প্রধান নাকি শিশুটির পরিবারকে টাকা দিতে চেয়েছে। একদল নীতিহীন বিকৃতমনস্ক, যারা শিশুর যন্ত্রণার দাম টাকায় মাপতে চায়। আরও বড় ব্যাপার, এই ঘৃণ্য ঘটনা ঘটছে বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর নিজের জেলাতেই। যেখানে চলে তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশ এবং যে কোনও ঘৃণ্য কাজ চলে তাঁর 'অধিকারী প্রাইভেট লিমিটেড' সাম্রাজ্যের পূর্ণ আশীর্বাদে।

জানা গিয়েছে, খেজুরি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার বছর চারেকের শিশুটি প্রতিবেশী এক বিজেপি নেতার মেয়ের কাছে টিউশন পড়তে যেত। মঙ্গলবার সেই শিক্ষিকা অসুস্থ থাকায় তাঁর ১৫ বছরের নাবালক ভাই শিশুটিকে পড়ানোর নামে খাবারের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বাড়ি এসে খুদে কাঁদতে কাঁদতে পরিবারের কাছে নালিশ করলে বাড়ির লোক সেই অভিযোগ নিয়ে বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান কালীপদ মণ্ডলের দ্বারস্থ হন। কিন্তু বিজেপি প্রধান উল্টে সালিশি সভা বসিয়ে ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে ধর্ষণের ঘটনা মিটমাট করে নেওয়ার নিদান দেন। যদিও তাতে রাজি না হয়ে শনিবার সকালেই তালপাটিঘাট কোস্টাল থানায় অভিযোগ করে নাবালিকার পরিবার। রাতেই পুলিশ অভিযুক্ত নাবালককে গ্রেফতার করে। রবিবার নির্যাতিতা নাবালিকার বাড়িতে যান জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা, জেলা যুব সভাপতি শেখ জালালউদ্দিন, ব্লক তৃণমূল সভাপতি সমুদ্ভব দাস প্রমুখ। নাবালিকার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সমস্তরকম সহায়তা করবে তৃণমূল।

খুলে যাচ্ছে দুধিয়ার বিকল্প সেতু

(প্রথম পাতার পর)

স্বাভাবিকভাবে যান-চলাচল শুরু হবে। তবে এখনই পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াতের ওপর রয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা। উল্লেখ্য, ৪ অক্টোবর রাতভর ভারী বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দুধিয়া-সংলগ্ন বালাসন সেতুর তিন নম্বর পিলারটি। ফলে মিরিক-দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে হিউম পাইপ দিয়ে বিকল্প পথ তৈরি শুরু হয় ১০ অক্টোবর। ৪৬৮ মিটার দীর্ঘ, ৮ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট সেতু নির্মিত হয়। ৭২ মিটার হিউম পাইপ কজওয়ে রয়েছে, ১২০০ মিমি ব্যাসের ১৩২টি হিউম পাইপ ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে সেতুটি। মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও লেখেন, ১৯৬৫ সালে নির্মিত পুরাতন সেতুটি কাঠামোগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাই রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন সেতু নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে, যার কাজ বর্তমানে পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

অন্ধ্রের পর এবার উত্তরপ্রদেশ আর ঝাড়খণ্ডে চলন্ত বাসে অগ্নিকাণ্ড। রবিবার ভোররাতে যোগীরাজ্যে কাকোরিতে দিল্লি থেকে গোন্ডাগামী বাসে আগুন লেগে যায়। কেউ হতাহত হয়নি। শনিবার সন্ধ্যায় রাঁচি-লোহারডাগা হাইওয়েতে আচমকাই আগুন ধরে যায় একটি বাসে। তবে ৪৫ জন যাত্রীকেই নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়

গেরুয়া ত্রিপুরায় আজব বিচার

পুলিশ পিটিয়ে রাতেই জামিন পেল অভিযুক্তরা

আগরতলা : বিচার, না বিচারের নামে প্রহসন? লাটে উঠেছে আইনশৃঙ্খলা! পুলিশ পিটিয়েও বিজেপির ত্রিপুরায় একরাতে জামিনে মুক্ত অভিযুক্তরা! প্রশ্ন উঠছে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়েও। ত্রিপুরার ডাবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকারের অপদার্থতা নিয়েও প্রশ্নের শেষ নেই। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, বিজেপি শাসনে আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েছে ত্রিপুরায়। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার রক্ষক পুলিশকর্মী আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাতেও অভিযুক্তদের এমন দ্রুত মুক্তিতে ত্রিপুরার কঙ্কালসার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ভাইরাল হয়েছে ত্রিপুরার ওসি পেটানোর ভিডিও। শুক্রবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ একটি ক্লাবের কালীপ্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ডিজে বক্স বাজানো বন্ধ করায় রাস্তায় ফেলে ওসিকে কিল, চড়, লাথি, ঘুসি মারে ক্লাবের ছেলেরা। ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযুক্তরা হল— সুব্রত দেবনাথ (৪৫), লিটন দেবনাথ (৪০), আদিত্য দত্ত (৪৫), লিটন হাজারি (৪৫), অলক বণিক (৩৯), বিজয় বিশ্বাস (৩৯) এবং শ্রীভাষ সেন (৫২)। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা ১৩২, ১১৭(২), ১২১(২), ৩২৪(২), ১৯১(২) এবং ৩(৫)-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে একরাতের মধ্যেই তাদের জামিন হয়ে যায়!

বিজেপি রাজ্যে কেক কেটে জন্মদিন পালনের 'অপরাধে'

রাজধানীর অদূরেই দলিত যুবককে পিটিয়ে খুন করল উচ্চবর্ণের দুষ্কৃতীরা

গ্রেটার নয়ডা: হার মেনেছে মধ্যযুগীয় বর্বরতাও। প্রশ্ন উঠছে, দেশের রাজধানী লাগোয়া অঞ্চলও কি আর নিরাপদ নয় দলিতদের পক্ষে? পিছড়েবর্গের মানুষের কি অধিকার নেই কেক কেটে নিজের জন্মদিন পালনের? কেক কেটে জন্মদিন পালনের 'অপরাধে' পিটিয়ে খুন করা হল এক বছর কুড়ির দলিত যুবককে। ন্যক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির গা-ঘেঁষা গ্রেটার নয়ডায়। এই নৃশংস ঘটনায় আঙুল উঠেছে গেরুয়া সরকারের অপদার্থতার দিকে। নিন্দার ঝড় উঠেছে যোগীরাজ্যে এবং অবশ্যই দিল্লিতে।

গ্রেটার নয়ডার রবুপুরার গৌতম বুদ্ধ নগরের একটা বড় অংশেই দীর্ঘদিন ধরে বসবাস বহু দলিত পরিবারের। পাশাপাশি বাস উচ্চবর্ণের মানুষ জনেরও। ১৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাড়ির কাছেই একটি মাঠে পরিজনদের নিয়ে নিজের জন্মদিন পালন করছিলেন দলিত যুবক অনিকেত জাটভ। কেক কাটছিলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোডও করা হচ্ছিল সেই ভিডিও। আচমকাই রড এবং হকিস্টিক নিয়ে তাঁদের উপরে চড়াও হয়

একদল উচ্চবর্ণের মানুষ। বারবার চিৎকার করে বলতে থাকে—তেরা আওকাত কেয়া হ্যায়? মানে, এত স্পর্ধা হয় কী করে? কেক কেটে জন্মদিন পালন করছে পিছড়েবর্গের মানুষ? বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অনিকেতের উপরে। শুরু হয় প্রচণ্ড মারধর। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন তাঁর কাকা সুমিতও। জ্ঞান হারান অনিকেত। রক্তাক্ত অবস্থাতেই তাঁকে একটি ঝোপে ফেলে রেখে চলে যায় হামলাকারীরা। এলাকার লোকেরাই ছুটে এসে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান অনিকেত এবং তাঁর কাকা সুমিতকে। পরে দিল্লির হাসপাতালে রেফার করা হয় তাঁদের। শুক্রবার দিল্লির হাসপাতালেই মৃত্যু হয় অনিকেতের। কাকা সুমিতকে অবশ্য আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল হাসপাতাল থেকে। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন তিনিই। এই ঘটনার প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয় এলাকায়। ক্ষতে মলম দিতে বিজেপি মাঠে নামলেও উত্তেজিত জনতার মুখে পড়ে দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যান গেরুয়া নেতারা। জনরোষের চাপে পড়ে ২ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। বাকিদের অবশ্য কোনও খোঁজ নেই।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অশান্তির সূত্রপাত মাসখানেক আগেই। রামলীলার প্রস্তুতিপর্বে। অনিকেতের এক দলিত বন্ধুকে ঠাকুর সম্প্রদায়ের লোকেরা মারধর করলে প্রতিবাদ জানান অনিকেত। তারপর থেকেই ক্রমাগত জাত তুলে হুমকি দিচ্ছিল উচ্চবর্ণের লোকেরা। অনিকেতের জন্মদিনের দু'দিন আগে দুষ্কৃতীরা পাথর ছুঁড়ে মারে তাঁকে। প্রতিরোধ করেন অনিকেত। এরপর থেকেই তাঁকে আক্রমণের সুযোগ খুঁজছিল দুষ্কৃতীরা।

মহারাষ্ট্রে ডাক্তারের আত্মহত্যা

দুর্নীতিতে জড়িত সাংসদের নাম প্রকাশের দাবি তুলল তৃণমূল

মুম্বই: ভয়ঙ্কর দুর্নীতি গেরুয়া মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। হাসপাতালে চিকিৎসককে দিয়ে মিথ্যে ময়নাতদন্ত রিপোর্ট লেখানোর অভিযোগকে ঘিরে তোলপাড় গোটা রাজ্য। ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রের চিকিৎসকের আত্মহত্যার ঘটনায় প্রকাশ্যে এসেছে পুলিশের ধর্ষণের ছবি। সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে শাসক-পুলিশ আঁতাতে জাল ময়নাতদন্ত রিপোর্ট বা স্বাস্থ্য রিপোর্টের মতো বড়সড় দুর্নীতি। কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সুইসাইড নোটে চিকিৎসক যে সাংসদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন, কে সেই সাংসদ? দুর্নীতিতে তাঁর কী ভূমিকা? এই প্রশ্ন তুলে সাতারার ঘটনায় সাংসদের নাম প্রকাশের দাবি জানাল বাংলার তৃণমূল কংগ্রেস।

ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে যেভাবে মহিলাদের উপর নির্যাতনের পরিমাণ বেড়ে চলেছে, তার চরমতম নিদর্শন মহারাষ্ট্রে। এখানে পুলিশের বিরুদ্ধেই ধর্ষণের অভিযোগ। তবে শুধু ধর্ষণ নয়। অভিযোগ, সাংসদের মদতে হাসপাতালে কীভাবে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া আসামিদের স্বাস্থ্য রিপোর্ট বদলে দিতে বাধ্য হন চিকিৎসকরা। মহারাষ্ট্র পুলিশ মৃত চিকিৎসকের বাড়ির মালিকের ছেলে ও অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক গোপাল বাদানেকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে। তবে যে সাংসদের উল্লেখ করে গিয়েছেন মৃত চিকিৎসক, তাঁর নাম কোথাও প্রকাশ্যে আনছে না মহারাষ্ট্র পুলিশ। শাসক বিজেপির ভয়েই কি আড়াল করা হচ্ছে ওই সাংসদের নাম। যে বাড়িতে ওই চিকিৎসক ভাড়া থাকতেন তার মালিকের ছেলেকে প্রথমে গ্রেফতার করে মহারাষ্ট্র পুলিশ। তার বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন নির্যাতিতা চিকিৎসক। তবে গ্রেফতারির পরে প্রশান্ত বাঙ্কার নামে ওই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যুবকের পরিবার কাঠগড়ায় তুলেছে চিকিৎসককেই। তারা দাবি করার চেষ্টা করেছে, পুলিশ প্রশান্তকে গ্রেফতার করেনি। সে নিজেই আত্মসমর্পণ করেছে। মানসিক নির্যাতন প্রশান্ত চিকিৎসককে করেনি। উল্টে বিয়ের জন্য চাপ দিয়ে ওই চিকিৎসকই প্রশান্তকে মানসিক নির্যাতন করতেন।

যদিও এই বিষয়ে মহারাষ্ট্র পুলিশ এখনও কিছু জানায়নি। ঠিক যেমন অভিযুক্ত সাংসদের বিষয়েও কিছু জানানো হচ্ছে না ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যের পুলিশের তরফে। আর সেখানেই তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, এক সাংসদের ভূমিকা বিষয়টায় উঠে আসছে। কে এই সাংসদ? তাঁর কী ভূমিকা ছিল? বা তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল কি না, অবিলম্বে প্রকাশ্যে সেটা আনা উচিত। কেন কায়দা করে তাঁর নাম চাপা দেওয়া হচ্ছে?

এসআইআর ঘোষণা?

নয়াদিল্লি: বিহারের পরে এবারে কি বাংলা-সহ অন্যান্য রাজ্যে ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়ার পালা? আশঙ্কাটা সেখানেই। সোমবারই বাংলা-সহ একাধিক রাজ্যে ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এরজন্য সাংবাদিক বৈঠকও ডাকা হয়েছে নির্বাচন সদনে। এসআইআরের প্রথম ধাপ সেখানেই ঘোষিত হওয়ার সম্ভাবনা। বাংলা-সহ ১০ থেকে ১৫টি রাজ্য আসতে পারে এর আওতায়।

ছাত্রীর মুখে অ্যাসিড

নয়াদিল্লি: ভয়াবহ ঘটনা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর উপর চলল অ্যাসিড হামলা। রবিবার সকাল ১০ নাগাদ কলেজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ওই ছাত্রী। কয়েকজন যুবক বাইক নিয়ে এসে তাঁর রাস্তা আটকায়। একজন বোতল থেকে ছাত্রীর মুখে ছুঁড়ে দেয় অ্যাসিড। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকা দেওয়ায় অ্যাসিড থেকে কোনওরকমে বেঁচে যান তিনি। কিন্তু রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁর দুটি হাত। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ছাত্রীটিকে। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

দিল্লি দূষণের ছায়া চেন্নাইয়ে, সমুদ্রে বিষাক্ত ফেনায় বিপন্ন প্রায় ৫০০ মৎস্যজীবী পরিবার

চেন্নাই: যমুনার পথে কারখানার রাসায়নিক থেকে প্রবল দূষণের ছবি যেন এখন সারাবছরের বাস্তব ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শুধুমাত্র উত্তর ভারতের দিল্লি নয়। রাসায়নিক দূষণে কীভাবে দেশের নদীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার ছবি ধরা পড়ল চেন্নাই সমুদ্রতটে। নদীবাঁধের জল উপচে পড়তেই কয়েক কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল দূষিত রাসায়নিক ফেনা। যার ফলে আশঙ্কায় স্থানীয় প্রায় ৫০০ মৎস্যজীবী পরিবার।

শীতের আগেই এবছর ফের দূষণের থাবা রাজধানী দিল্লিতে। দেওয়ালি পেরোতেই দিল্লির দূষণের সূচক 'খুব খারাপ'-এর নিচেই নামছে না। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি এই মুহূর্তে আনন্দ বিহারের। সেখানে বায়ুর গুণমান সূচক ৪১৫, যা 'বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত। মোট সাতটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে একিউআই 'খুব খারাপ' শ্রেণিতে রেকর্ড করা হয়েছে। একইভাবে দূষণের শিকার যমুনা। ছটপুজোর

আগে দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ ঘাটগুলি দ্রুততার সঙ্গে দূষণমুক্ত করার কাজ করা হলেও, নদীর সামগ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব। উত্তর ভারতে যখন দূষণের এই ছবি, তখন একইভাবে দূষণের শিকার তামিলনাড়ুর চেন্নাই। সম্প্রতি অত্যধিক বৃষ্টিতে উপচে পড়েছে চেমবরমবক্কম বাঁধের জল। তার ফলে অতিরিক্ত জল বয়ে গিয়েছে কুউম নদী দিয়ে। সেই নদী যেখানে পাট্টিনাপ্পক্কম এলাকায় সমুদ্রে মিশেছে সেখানে দেখা যায় নদীর বয়ে আনা বিষাক্ত ফেনা। পাট্টিনাপ্পক্কম থেকে শ্রীনিবাসপুরম পর্যন্ত প্রায় দু'কিলোমিটার সমুদ্রতট ভরে যায় কুউম নদীর বয়ে আনা বিষাক্ত রাসায়নিক ফেনায়।

রাসায়নিক ফেনা এভাবে জমা হওয়ার পর থেকেই চিন্তায় এলাকার প্রায় ৫০০ মৎস্যজীবী পরিবার। এই এলাকায় মানুষের প্রধান জীবিকা মাছ ধরা। সমুদ্রের জলে এভাবে রাসায়নিক মেশায় নদীতে মাছের পরিমাণ কমে গিয়েছে। সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীরা বিভিন্ন ত্বকের সমস্যায় পড়েছেন। তাঁরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। তামিলনাড়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষ থেকে রাসায়নিক নদীতে বয়ে আসা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে দু'বছরের দুই জমজ কন্যাকে গলা কেটে খুন করল বাবা। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের বুলদানা জেলায়। ঘাতক বাবা রাহুল চৌহান থানায় আত্মসমর্পণ করেছে। রাহুল জানিয়েছে, পথেই স্ত্রীর সঙ্গে বচসা। বাপের বাপের বাড়ি চলে যায় স্ত্রী। তারপরেই এই ঘটনা

রেগনের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা সরকারি বিজ্ঞাপনে

কানাডার উপরে এবার অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক চাপালেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন: এবার প্রতিবেশী কানাডার উপর ব্যাপক চটলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুধু চটলেন না, এর পরিণতিতে কানাডার উপরে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্কও চাপিয়ে দিলেন। গত জুলাইতেই ৩৫ শতাংশ শুল্কের বোঝা তিনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন কানাডার ঘাড়ে। ৩ মাসের মধ্যেই সেই শুল্কের অঙ্ক বেড়ে দাঁড়াল ৪৫ শতাংশে। দীর্ঘ এশিয়া সফরের আগের মুহূর্তেই ট্রাম্প শুল্ক কোপ বসালেন পড়শি দেশের ঘাড়ে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী রবিবার ভোরে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন ট্রাম্প। দক্ষিণ কোরিয়ায় এশীয়-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন শীর্ষক আলোচনাচক্রে যোগ দেবেন তিনি। সেখানেই চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গেও আলাদা করে বৈঠক করতে পারেন। তার আগেই কানাডার বিরুদ্ধে

সমাজমাধ্যমে বিষোদগার করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু কেন? ক্ষোভের কারণ একটি বিজ্ঞাপন। জানা গিয়েছে, প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনকে নিয়ে একটি শুল্ক-বিরোধী বিজ্ঞাপন চালানো হয়েছিল কানাডায়। তাতেই প্রবল চটে যান ট্রাম্প। বিজ্ঞাপনটি প্রচার করা হয়েছিল শুক্রবার। কানাডার অন্টারিও প্রদেশে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে। সেখানে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রেগনের ১৯৮৭ সালের একটি ভাষণের ফুটেজ দেখানো হয়। সেই ভাষণে রেগন বলেছিলেন, গোটা বিশ্বে বাণিজ্যযুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা ডেকে আনতে পারে শুল্ক। এই বিজ্ঞাপন দেখেই কার্যত মেজাজ হারান ট্রাম্প। তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে তিনি চাঁচাছোলা ভাষায় লেখেন, শত্রুতাপূর্ণ আচরণ এবং তথ্যের ভুল উপস্থাপনার কারণে আমি অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করছি কানাডার উপরে। বিজ্ঞাপনটিকে প্রতারণামূলক বলেও মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। সরাসরি অভিযোগ করেছেন, রেগনের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিজ্ঞাপনে। এদিকে রবিবার মালয়েশিয়ায় ট্রাম্পের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হল তাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি।

স্কুলের বাইরে বন্দুক দেখিয়ে সহপাঠীকে অপহরণ দিল্লিতে

নয়াদিল্লি : খোদ দেশের রাজধানীতে বন্দুক দেখিয়ে পড়ুয়াকে অপহরণ করল সহপাঠী। দক্ষিণ দিল্লির গ্রেটার কৈলাস এলাকায় এক বেসরকারি স্কুলের ঘটনা। ঠিক স্কুলের বাইরেই এমন মারাত্মক ঘটনা। বন্দুক দেখিয়ে সহপাঠীকে অপহরণ করল একাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়া। সঠিক সময়ে খবর পেয়ে অপহৃতকে নিরাপদে উদ্ধার করে দিল্লি পুলিশ। ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে। তারা সবাই নাবালক। পুলিশের বক্তব্য, স্কুলে পড়ুয়াদের দুই দলের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে বিবাদ হয়। এরপরই প্রতিশোধ নিতে অপহরণের পরিকল্পনা করে ওই পড়ুয়ারা। অপহৃত পড়ুয়া সিআর পার্কের বাসিন্দা। সে পুলিশকে জানায়, স্কুলে তার ও তার এক বন্ধুর সঙ্গে কয়েকজন সহপাঠীর ঝগড়া হয়। এর পরে এক সহপাঠীর বড় ভাই তাকে খুনের হুমকি দেয়। দুপুর ২টো নাগাদ ক্লাস শেষ হওয়ার পর স্কুলের গেটের কাছে তিনটি এসইউভি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওই পড়ুয়া। ভয় পেয়ে ফোনে বাবাকে সব জানায় সে। কিন্তু কিছু করার আগেই বন্দুক দেখিয়ে তাকে অপহরণ করে। খবর পেয়ে সিআর পার্ক থানায় যোগাযোগ করে অপহৃতের পরিবার। পুলিশ গ্রেটার কৈলাসের কাছে একটি গাড়ি আটক করে এবং অপহৃত কিশোরকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। অপহরণকারীদের থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। ধৃত নাবালকদের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে হাজির করানো হয় এবং আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের ২ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

ফ্রান্সের ল্যুভরে দুঃসাহসিক চুরি সাতদিন পরে ধরা পড়ল দুই চোর

প্যারিস: অবশেষে ধরা পড়ল ল্যুভরের চোরেরা। তবে সবাই নয়, আপাতত ২ জন পুলিশের জালে। তাও ঘটনার এক সপ্তাহ পরে। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বিমানবন্দরে। বিমানে ওঠার মুখেই পাকড়াও করা হয়েছে তাকে। দ্বিতীয়জনকে অবশ্য কোথা থেকে ধরা হয়েছে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। লুটেরার দলের বাকিরা কোথায়, তা নিয়ে এখনও অন্ধকারে প্রশাসন। তবে প্রাথমিক তদন্তে ফরাসি পুলিশ মনে করছে, গত রবিবার ল্যুভর মিউজিয়ামের অ্যাপোলো গ্যালারিতে ঢুকে নেপোলিয়ন-সহ ফরাসি সম্রাট এবং

রানির দুর্মূল্য গয়না চুরি করেছে ধৃত দু'জন। সঙ্গে আরও কারা ছিল এবং নেপথ্যে কে বা কারা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

লক্ষণীয়, ল্যুভরে দুঃসাহসিক চুরি বা লুটপাটের ঘটনার পরে সেখানকার সমস্ত মূল্যবান এবং ঐতিহাসিক গয়না সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় নির্ভরযোগ্য সরকারি ব্যাঙ্কের গোপন ভল্টে। এই ব্যাঙ্কের ভল্টগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রশিক্ষিত চোরেরাও ভেতরের গয়নাগাটি বা মূল্যবান সামগ্রীর নাগাল না পায়। ভল্টের নাম 'সুতেরেইন'। ৫০ সেন্টিমিটার পুরু দেওয়াল। স্টিলের তৈরি দরজার ওজন অন্তত ৭ টন। ৩৫ টনের ঘোরানো লক। আগুনেও অক্ষত থাকবে ভল্ট।

উল্লেখ্য, গত রবিবার ফ্রান্সে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ডাকাতির সাক্ষী হয়েছে ল্যুভরের অ্যাপোলো গ্যালারি। সংস্কারের কাজের সুযোগ নিয়ে দিনের আলোয় হাইড্রোলিক ল্যাডারে চেপে মিউজিয়ামের দোতলায় পৌঁছে যায় চোরের দল। মাত্র ৮ মিনিটের অপারেশন। চুরি করে মিউজিয়ামের আটটি মহামূল্যবান গয়না। চুরি গিয়েছে ফরাসি রানিদের ব্যবহৃত নেকলেস, কানের দুল, মুকুট-সহ নানা দুর্মূল্য সামগ্রী।

নৃশংস যোগীরাজ্য

মধ্যযুগীয় অত্যাচার যোগীরাজ্যে। কানপুরে ওষুধ কিনতে গিয়ে দোকানকর্মীদের হাতে আক্রান্ত ২২ বছরের কানপুর বিশ্বিবিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র অভিজিৎ সিং চান্দেলে। পেট চিরে দিয়ে হাতের আঙুল কেটে নেওয়া হয় তাঁর। হাসপাতালে মৃত্যুর মুখোমুখি অভিজিৎ। ওষুধের দাম নিয়ে বচসা শুরু হয় দোকান কর্মীদের সঙ্গে। অমর সিং নামে এক কর্মী এবং তার ভাইয়েরা প্রথমে ধারাল অস্ত্রের কোপে মাথা ফাটিয়ে দেয়। তারপর পেট চিরে আঙুল কেটে নেয়। স্থানীয়রাই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

দিল্লিতে ১২১টি মহল্লা ক্লিনিক বন্ধের সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি: মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন দেখিয়ে ভোট পাওয়া এবং ক্ষমতায় বসার পরেই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা— গত এক দশকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বারবার এই নীতিই প্রয়োগ করেছে বিজেপি। দিল্লিতেও একই নোংরা জনবিরোধী নীতির প্রয়োগ শুরু করল বিজেপি। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী গরিবদের লাইফলাইন হিসেবে চিহ্নিত ১২১টি মহল্লা ক্লিনিককে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ। ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে সরকারি নির্দেশ। বিনা নোটিশে রাতারাতি এই ভাবে মহল্লা ক্লিনিক বন্ধ করার উদ্যোগে চাকরি হারাবেন মহল্লা ক্লিনিকগুলির সঙ্গে যুক্ত ২০০০-র মতো চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী। মহল্লা ক্লিনিকগুলি কেন বন্ধ করা হচ্ছে, সেই বিষয়ে দিল্লি সরকারের তরফে কোনও বক্তব্য পেশ করা হয়নি। এই ক্লিনিকগুলি বন্ধ হলে দিল্লির গরিব লোকেরা কোথায় গিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা করাবেন? এই প্রশ্নের উত্তরেও নীরব বিজেপি।

এর আগে দিল্লি বিধানসভা ভোটের প্রচারে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দল আম আদমি পার্টি কিন্তু অভিযোগ করেছিল, দিল্লিতে ক্ষমতায় আসতে পারলেই মহল্লা ক্লিনিকগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। কেজরিওয়ালের দলের তরফে তোলা এই অভিযোগকে পুরোপুরি মিথ্যা হিসেবে দাবি করে বিজেপি। দিল্লির

জনবিরোধী নীতি বিজেপির

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পরে রেখা গুপ্তা দাবি করেছিলেন, কোনও মহল্লা ক্লিনিক বন্ধ করা হলে সেখানকার চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের দিল্লি সরকার পরিচালিত অন্য স্বাস্থ্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। পুনর্বাসনের আশ্বাস না পেয়ে আদালতের পথে চিকিৎসকরা।

ভোটের মুখে গোষ্ঠী লড়াইতে বিব্রত নীতীশ, সামাল দিতে প্রাক্তন মন্ত্রী-সহ ১১ বিদ্রোহী বিধায়ককে বহিষ্কার

পাটনা: ভোটের মুখে ঘোর বিপাকে নীতীশ কুমার। দলের ঘরে-বাইরে বিদ্রোহ, কোন্দল। এই পরিস্থিতি নিজের দলের নেতাদের কাজকর্মে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছেন নীতীশ কুমার। অবস্থা সামাল দিতে প্রাক্তন মন্ত্রী-সহ ১১ প্রাক্তন বিধায়ককে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ভোটের আগে জেডিইউয়ের অন্দরে টিকিট বণ্টন নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে। বেশ কিছু প্রাক্তন বিধায়কের নাম এবারে প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ যাওয়ায় অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে দলের মধ্যে। নীতীশের উপরে ক্ষোভের কারণেই তাঁরা দলের নিয়মকে তোয়াক্কা না করেই নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতেই সমস্যায় পড়েছে জেডিইউ নেতৃত্ব। অবস্থা বেগতিক দেখে

টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে চ্যালেঞ্জ

জেডিইউ নেতৃত্ব ভোটের মুখে গোষ্ঠী কোন্দলকে ধামাচাপা দিতেই দলবিরোধী কাজের অজুহাত দেখিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী-সহ ১১ প্রাক্তন বিধায়ককে দল থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত কথা জানিয়েছে। কিন্তু বিরোধীরা নীতীশের দলের গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে ইতিমধ্যেই নিশানা করতে শুরু করেছে। বহিষ্কৃতদের তালিকায় আছেন প্রাক্তন মন্ত্রী শৈলেশ কুমার, প্রাক্তন এমএলসি সঞ্জয় প্রসাদ, প্রাক্তন বিধায়ক শ্যাম বাহাদুর সিং, প্রাক্তন এমএলসি রণবিজয় সিং, প্রাক্তন বিধায়ক সুদর্শন কুমার, অমর কুমার সিং, আসমা পারভিন, লভ কুমার, আশা সুমন, দিব্যাংশু ভরদ্বাজ এবং বিবেক শুক্লা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টিকিট না পেয়ে দলের অনেক নেতাই নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়তে চলেছেন। দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন থাকা সত্ত্বেও তাঁরা উপেক্ষিত। নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে লড়াই করবেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খোলা হাওয়া

27 October, 2025 • Monday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
২৭ অক্টোবর ২০২৫
সোমবার

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে পুরুলিয়ার নিস্তারিণী কলেজ প্রাঙ্গণে ৩১ অক্টোবর শুরু হচ্ছে 'জঙ্গলমহল সাহিত্য উৎসব ২০২৫'। চলবে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। আলোচনা, কবিতাপাঠ, অণুগল্পপাঠে অংশ নেবেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকেরা

সাহিত্য অকাদেমির অনুবাদ পুরস্কার

» ২৪ অক্টোবর, কলকাতার আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবন প্রেক্ষাগৃহে সাহিত্য অকাদেমির অনুবাদ পুরস্কার ২০২৪ প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত হয় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন অকাদেমির সভাপতি মাধব কৌশিক, অকাদেমির উপ-সভাপতি কুমুদ শর্মা, অকাদেমির সচিব কে. শ্রীনিবাসরাও, অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ২৩টি ভাষায় পুরস্কার প্রদান করা হয় দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অনুবাদকদের। 'সওদাগরের পুত্র নৌকা বেয়ে যায়' অনুবাদ-গ্রন্থের জন্য বাংলা ভাষায় এই পুরস্কার পেলেন বাসুদেব দাস। এ ছাড়াও পুরস্কৃত হলেন অঞ্জন শর্মা (অসমীয়া), উত্তরা বিশ্বমুথিয়ারি (বোড়ো), অর্চনা কেশর (ডোগরি), আনিসুর রহমান (ইংরেজি), রমনিক অগ্রবাত (গুজরাতি), মদন সোনি (হিন্দি), সিদ্ধলিং পট্টনশেট্টি (কন্নড়), গুলাম নবি আতস (কাশ্মিরী), মিলিন্দ মোহমাল (কোঙ্কনি), কেশকর ঠাকুর (মৈথিলী), কে. ভি. কুমারণ (মালয়ালম), সইবমচা ইন্দ্রকুমার (মণিপুরী), সুদর্শন আঠবালে (মারাঠি), অমর বানিয়া লোহারো (নেপালি), সুভাষচন্দ্র সতপথী (ওড়িয়া), চন্দন নেগি (পাঞ্জাবি), সোহনদান চরণ (রাজস্থানি), শোভা লালচন্দানি (সিন্ধি), পি বিমলা (তামিল), তুর্লাপতি রাজেশ্বরী (তেলুগু)। ২৫ অক্টোবর কলকাতার দেবেন্দ্রলাল খান রোডে সাহিত্য অকাদেমি সভাঘরে আয়োজিত হয় অনুবাদক সমাবেশ। পুরস্কৃত অনুবাদকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন।

নাট্য উৎসব রঙ্গধারা

» মূলত তরুণদের নিয়ে কাজ করে 'বজবজ আগামী'। ২০১৫ সালে এই নাট্যদলের পথ চলা শুরু হয়। ১৯ অক্টোবর, শিশির মঞ্চে নাট্যদলের দশবছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে নাট্য উৎসব রঙ্গধারা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। এটা বিদ্যাসাগর উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম দে, সৌমেন পাল, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুশ্রী চৌধুরী প্রমুখ। মঞ্চস্থ হয় বাংলা নবজাগরণের পুরোধা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনাশ্রিত নাটক 'ধ্রুবতারা'। রচনা, সামগ্রিক পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় সৌমজিৎ অধিকারী। এই নাটকে বিদ্যাসাগরের জন্ম থেকে তাঁর শৈশবকাল, বাল্যকাল, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, বিধবা বিবাহ প্রচলন, সমাজ সংস্কার, দীপ্ত প্রতিবাদী সত্তা, মাতৃভক্তি থেকে শুরু করে দানধ্যান, নারী শিক্ষার বিস্তার, এমনকী শেষ জীবনে আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী জীবন যাপন ইত্যাদি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন সৌম্যজিৎ অধিকারী।

অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সারঙ্গ অধিকারী, অঙ্কিত রায়, রাজসী বোধক, সুলগ্না অধিকারী, শেখ আনাহিত, মৌশালী রায় চৌধুরী, পৌষানী দলুই, দিয়া মণ্ডল, কেয়া নস্কর, মৌমিতা অধিকারী, রেশমা খাতুন, পিঙ্কি ঘোষ, অরিত্র দাস। বাদ্যযন্ত্রে ছিলেন ঈশান ব্যানার্জি। নাটকে আবহ এবং আলো প্রক্ষেপণ করেছেন সম্রাট রায়, সৈকত মান্না এবং সুজিত দাস।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

» ২০-২১ অক্টোবর, কালীপুজো উপলক্ষে হাওড়ার বালিটিকুরি তরুণ দলের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। অঙ্কন, আবৃত্তি, সৃজনশীল নৃত্য প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল উল্লেখ করার মতো। বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে সেরাদের পুরস্কৃত করা হয়।

নীরেন্দ্রনাথ স্মৃতি-পুরস্কার

» ১৯ অক্টোবর ছিল কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মদিন। সেই উপলক্ষে ২৬ অক্টোবর, কলকাতার জীবনানন্দ সভাঘরে কলকাতার যিশু পত্রিকার উদ্যোগে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, সুবোধ সরকার, কাকলি চক্রবর্তী, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিরূপ সরকার, সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিউলি সরকার প্রমুখ। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্মৃতি-পুরস্কার প্রদান করা হয় প্রচেত গুপ্তকে। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ। অনুষ্ঠানে সারঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয় নীরেন্দ্রনাথ : শতবার্ষিক নিবেদন 'নিবেদিত কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ'। সম্পাদনায় সাতকর্ণী ঘোষ। দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মতো।

সাংস্কৃতিক মহোৎসব

» ১৯ অক্টোবর, আইসিসিআর সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে হৈমন্তীর রায়ের পরিচালনায় 'হৈমন্তীর কণ্ঠে' সাংস্কৃতিক মহোৎসবের পঞ্চম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই বছরের মহোৎসবে অভূতপূর্ব সঙ্গীত ও নৃত্যের মেলবন্ধন ঘটে। ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাংলা ও হিন্দি আধুনিক গান, গজল এবং লোকসঙ্গীত। এইসবের সঙ্গে নানান কবির কবিতার কোলাজ। এছাড়াও ছিল লাইভ অর্কেস্ট্রা। পরিবেশিত হয় ভারতীয় সঙ্গীতে বাঙালি সুরকারদের অনবদ্য সৃষ্টি। শচীন দেব বর্মন, সলিল চৌধুরী, রাহুল দেব বর্মন, সুধীন দাশগুপ্তর মতো দিকপাল সুরকারদের গানের সুর গ্রুপ ভায়োলিনে মন ভরিয়ে দেয়। পরিচালনায় কলকাতা ইয়ুথ অনসম্বলের অমিতাভ ঘোষ। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত কথক থেকে ভরতনাট্যম নানা স্বাদের ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য দর্শকদের আনন্দ দেয়। গানে গানে স্মরণ করা হয় প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী জুবিন গর্গ-কে।

বিজয়া সম্মিলনী

» ২৫ অক্টোবর, হাওড়ার উলুবেড়িয়া হাইস্কুলের অডিটোরিয়ামে উলুবেড়িয়া দ্বান্দ্বিক সাংস্কৃতিক সংস্থার আয়োজনে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিগুণা রায়, মোঃ আবদুল্লা, বেণু বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অমর দাস বোস, অর্ণব সাউ, সন্দীপ বাগ, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত মণ্ডল প্রমুখ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা। অতিথিদের বরণ করেন প্রদীপ জানা, শ্রীমন্ত গরানি, সুকুমার দাস প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অহনা পাল। তবলায় সঙ্গত করেন সুপ্রিয় সাঁতরা। অতিথিদের বক্তব্যের পাশাপাশি পরিবেশিত হয় সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জুলি মাজি, অর্পিতা দত্ত।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারতের বিরুদ্ধে মেয়েদের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে অনিশ্চিত অ্যালিসা হিলি

এমবাপে-বেলিংহ্যামে এল ক্লাসিকো রিয়ালের

গোলের পর এমবাপের উৎসব। রবিবার এল ক্লাসিকোয়।

মাদ্রিদ, ২৬ অক্টোবর : ঘরের মাঠে এল ক্লাসিকোয় বার্সেলোনাকে ২-১ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ।

রবিবারের এই ম্যাচে এস্তাদিও স্যান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে দু'দলে অনেক তারকা খেললেন। কিন্তু সবার নজর ছিল দু'জনের দিকে। এঁরা হলেন কিলিয়ান এমবাপে ও লামিন ইয়ামাল। দ্বিতীয়জন ক'দিন আগে রিয়াল চুরি করে বলে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে এদিন তিনি রিয়ালের বিরুদ্ধে কেমন খেলেন সেদিকে নজর ছিল সবার। শেষপর্যন্ত বড় ম্যাচ হেরেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ইয়ামালকে। তিনি কার্যত ব্যর্থ হলেন। আর গোল করে নায়ক রিয়ালের এমবাপে ও বেলিংহ্যাম।

রিয়াল মাদ্রিদ এদিন প্রথমে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল। ২১ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন এমবাপে। সেই গোল ৩৮ মিনিটে শোধ করে দেন বার্সেলোনার ফেরমিন লোপেজ। কিন্তু গোল শোধের এই মোমেন্টাম তাঁরা ধরে রাখতে পারেনি। ৫ মিনিট পর জুড বেলিংহ্যাম ম্যাচ ২-১ করে দেন। এরপর চেষ্টা করেও বার্সেলোনা আর রিয়াল দুর্গ ফাঁক করতে পারেনি।

এদিন এমবাপে যেমন একটি গোল করেছেন, তেমনই তাঁর দুটি গোল অফ সাইডে নাকচ হয়েছে। এই দুটি ঘটনা হয় বিরতির আগে ও পরে। এছাড়া বিরতির পর এমবাপে একটি পেনাল্টি মিস করেছেন। কিন্তু এসবেও খেলার ফল থাকল রিয়ালের অনুকূলেই। বার্সেলোনা গোল শোধের অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু কাজের কাজ করে উঠতে পারেনি।

তবে বার্সেলোনা রবিবারের এল ক্লাসিকোতে কিছুটা কমজোরি হয়ে নেমেছিল। একসঙ্গে তিনজন তারকা ফুটবলার চোটের জন্য বাইরে ছিলেন। এরা হলেন রাফিনহা, লেওনডস্কি ও টের স্টেগান। ফলে কোথায় যেন দলের ভেদশক্তি কমে গিয়েছিল। বার্সেলোনা বল নিজেদের দখলে রেখেছিল বেশি। কিন্তু গোল করে বাজিমাত করেন এমবাপে আর বেলিংহ্যাম। আর যে ইয়ামাল ম্যাচের আগে এত বিতর্ক ছড়ালেন, তাঁকে গোটা ম্যাচে দিশাহীন ফুটবল খেলতে দেখা গেল।

এদিকে, এই ম্যাচ জিতে লা লিগায় শীর্ষেই থাকল রিয়াল। বার্সেলোনার সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান এখন পাঁচ।

ম্যান ইউয়ের জয়, হার লিভারপুলের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৬ অক্টোবর : প্রিমিয়ার লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। ঘরের মাঠে ব্রাইটনকে ৪-২ গোলে হারিয়ে লিগ তালিকার চারে উঠে এলেন রুনো ফার্নান্ডেজরা। ৮ ম্যাচে ম্যান ইউয়ের পয়েন্ট ১৬। এদিকে, ব্রেন্টফোর্ডের কাছে ২-৩ গোলে হেরে গিয়েছে লিভারপুল। যা লিগে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের টানা চতুর্থ হার! ব্রাইটনের বিরুদ্ধে ২৪ মিনিটেই ম্যাথাউজ কুনহা গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যান ইউ। ৩৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কাসেমিরো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আরও গোলের জন্য ঝাঁপিয়েছিল ম্যান ইউ। ৬১ মিনিটে ব্রায়ান এমবিউমোর গোলে ৩-০। তবে ৭৪ মিনিটে ব্রাইটনের হয়ে ব্যবধান কমান ড্যানি ওয়েলব্যাক। এরপর সংযুক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে চারালাম্পোস কোস্তোলাসের গোলে ২-৩ করে ফেলেছিল ব্রাইটন। যদিও ৯৭ মিনিটে ফের গোল করে ম্যান ইউয়ের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন এমবিউমো। অন্যদিকে, বিপক্ষের মাঠে পাঁচ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল লিভারপুল। ব্রেন্টফোর্ডের গোলদাতা ডাংগো ওয়াতারা। প্রথমার্ধের শেষ দিকে কেভিন শাডের গোলে ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে লিভারপুল। যদিও এক মিনিটের মধ্যেই ১-২ করে দিয়েছিলেন মিলোস কেরকেজ। কিন্তু ৬০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্রেন্টফোর্ডকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ইগক থিয়াগো। ৮৯ মিনিটে মহম্মদ সাহাল ২-৩ করলেও, লিভারপুলের হার বাঁচাতে পারেননি। অন্যদিকে, অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ০-১ গোলে হেরে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচের ১৯ মিনিটে ভিলার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ম্যাটি ক্যাশ। এদিকে, ক্রিস্টাল প্যালেসকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে আর্সেনাল।

ভেস্তে যাওয়া ম্যাচে চিন্তা প্রতিকার চোট

চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ছেন প্রতিকা।

নবি মুম্বই, ২৬ অক্টোবর : বৃষ্টি যেন পিছু ছাড়ছে না চলতি মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের! রবিবার বৃষ্টির জন্য ভেস্তে গেল ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচ। নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হল হরমনপ্রীত কৌরদের। উল্টে নিয়মরক্ষার ম্যাচে চোট পেয়ে ভারতীয় শিবিরকে চিন্তায় ফেলে দিলেন ওপেনার প্রতিকা রাওয়াল। ফিল্ডিং করার সময় ডান পায়ের গোড়ালিতে চোট পান প্রতিকা। যেভাবে দুই সতীর্থের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি মাঠ ছাড়েন, তাতে মনে হয়েছে প্রতিকার গোড়ালি মচকে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে তিনি খেলতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে, ২৭ ওভারে ৯ উইকেটে ১১৯ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ভারত ৮.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ৫৭ রান তোলার পর ফের বৃষ্টি নামে। এরপর আর খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রতিকার চোটের জন্য স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে এদিন ওপেন করেন আমনজোত কৌর। স্মৃতি ৩৪ ও আমনজোত ১৫ রানে নট আউট ছিলেন। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে প্রথমে ওভার কমে হয়েছিল ৪৩। কিন্তু বাংলাদেশ ১২.২ ওভারে ২ উইকেটে ৩৯ রান তোলার পর ফের বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খেলা ফের শুরু হলে ওভার আরও কমে হয়েছিল ২৭।

রোনাল্ডোর ৯৫০ গোল

কেরিয়ারের ৯৫০তম গোলের পর রোনাল্ডোর উচ্ছ্বাস।

রিয়াধ, ২৬ অক্টোবর : এক হাজার গোলের লক্ষ্যপূরণে আরও একটা ধাপ এগোলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগে আল হাজামকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসের। আর দলের দ্বিতীয় গোলটি করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে কেরিয়ারে ৯৫০টি গোলের নজির গড়েছেন রোনাল্ডো। এক হাজার গোলের মাইলস্টোনে পৌঁছতে চাই আর মাত্র ৫০টি গোল।

খেলা শেষ হওয়ার পর, সোশ্যাল মিডিয়াতে রোনাল্ডোর বার্তা, দলকে সাহায্য করতে পেরে এবং কেরিয়ারের ৯৫০তম গোল করতে পেরে খুশি। এবার আরও বেশি কিছুর জন্য ক্ষুধার্ত। প্রসঙ্গত, চলতি সৌদি লিগে এটি রোনাল্ডোর ছ'নম্বর গোল। আল নাসেরও টানা ৬টি ম্যাচ জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে।

ম্যাচের ২৫ মিনিটে জুড ফেলিক্সের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। বাঁ প্রান্ত থেকে উড়ে আসা ক্রসে জোরালো হেডে গোল করেন তিনি। ৮৮ মিনিটে রোনাল্ডোর অনবদ্য গোলে জয় নিশ্চিত করে ফেলে আল নাসের। ডান প্রান্ত থেকে আসা গড়ানে ক্রসে চমৎকার প্লেসিংয়ে বল জালে জড়ান তিনি। ২০২৫ সালটা অসাধারণ কাটছে পর্তুগিজ মহাতারকার। ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে ৩৮ ম্যাচে ৩৪টি গোল করেছেন চল্লিশে পা দেওয়া রোনাল্ডো। এর মধ্যে আল নাসেরের হয়ে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে করেছেন ৩০ ম্যাচে ২৬ গোল। আর পর্তুগালের জার্সিতে ৮ ম্যাচে ৮ গোল করেছেন। ২০২২ সালে আল নাসেরে যোগ দেওয়ার পর, সৌদি ক্লাবের হয়েও ১০৬টি গোল করা হয়ে গিয়েছে রোনাল্ডোর। এর আগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড (১৪৫টি), রিয়াল মাদ্রিদ (৪৫০টি) ও জুভেন্টাসের (১০১টি) জার্সিতেও একশো বা তার থেকে বেশি গোল করার রেকর্ড হয়েছে সিআর সেভেনের। জাতীয় দলের হয়ে করেছেন ১৪৩টি। যা আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবথেকে বেশি গোলের রেকর্ড।

বিরাট বিশ্বকাপে খেলবে : ওয়ার্নার

সিডনি, ২৬ অক্টোবর: অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম দু'টি ম্যাচে শূন্য করার পর সিডনিতে শেষ ওয়ান ডে-তে ছন্দে ফেরেন বিরাট কোহলি। করেন ৮১ বলে ৭৪ রান। সঙ্গে দুরন্ত ফিল্ডিং। তাঁর অসাধারণ ক্যাচ নিয়ে সমাজমাধ্যমে চর্চা চলছে। ভক্তদের মনে তবু প্রশ্ন, কিং কোহলিকে কি দেখা যাবে ২০২৭ বিশ্বকাপে? অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার মনে করেন, পরের ওয়ান ডে বিশ্বকাপে বিরাট খেলবেন যদি নিজের ফর্ম, ফিটনেস এবং খিদে ধরে রাখেন।

ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর এখনই দু'বছর পরের বিশ্বকাপের কথা না ভেবে বর্তমানে থাকতে চেয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের পর বিরাট ও রোহিত শর্মার ওয়ান ডে ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেছিলেন, ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের এখনও দু'বছর দেরি। তাই আমাদের বর্তমান নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। নির্বাচক প্রধান আগারকরও বলেছিলেন, ২০২৭ বিশ্বকাপ নিয়ে এখনই আমাদের কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

ওয়ার্নার অবশ্য বিরাটকে নিয়ে আশাবাদী। তিনি বলেছেন, বিরাটের জন্য এটা একটা ভাল প্রশ্ন। যদি ওর মধ্যে এখনও খিদে থাকে, খেলে যাওয়ার ইচ্ছা ও মানসিকতা থাকে, তাহলে ২০২৭ বিশ্বকাপ না খেলার কারণ দেখছি না। তিনি আরও বলেন, ফিটনেসে বিরাট অন্যতম সেরা। সঙ্গে একজন অসাধারণ বাবা এবং স্বামী। ওর বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। আর বিরাটের মানসিকতা নিয়ে আমার কখনও সংশয় ছিল না।

বিশ্বকাপে ব্যর্থতার দায়ে মহসিন নকভির রোষে পড়েছেন পাক মহিলা দলের কোচ মহম্মদ ওয়াসিম। ছাঁটাই হতে পারেন তিনি

টাংরির চোট, হিরোশিতে প্রশ্ন

খারাপ মাঠ নিয়ে ক্ষোভ মোহনবাগানের

প্রতিবেদন: চেন্নাইয়িন এফসি-কে হারিয়ে সুপার কাপের শুরুটা যখন দাপটে করেছে মোহনবাগান, তখন ইস্টবেঙ্গল বিদেশিহীন ডেম্পোর সঙ্গে ড্র করে ডার্বির আগে বেশ চাপে। তবে জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অস্বস্তিতে পড়ল মোহনবাগান। ডেম্পো ম্যাচের প্রস্তুতিতে নেমে ধাক্কা খেলেন কোচ জোসে মোলিনা। বর্ষণসিক্ত খারাপ মাঠে অনুশীলনের সময় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন দীপক টাংরি। স্থানীয় ভারনা পঞ্চায়েত মাঠে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের সময় টাংরির পা মাঠের গর্তে পড়ে মচকে যায়। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন বাগানের ভারতীয় মিডফিল্ডার। নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না টাংরির পক্ষে। ফিজিও ও সতীর্থরা কোলে তুলে তাঁকে মাঠের বাইরে নিয়ে আসেন। তবে টাংরির চোট গুরুতর নয় বলেই জানা গিয়েছে। হেঁটেই টিম বাসে হোটেলে ফেরেন।

প্রস্তুতি সাহালদের। পাশে ইস্টবেঙ্গলের হিরোশি।

খারাপ মাঠের জন্য অনুশীলনের সময় কমিয়ে দেন মোহনবাগান কোচ। টাংরি চোট পাওয়ায় মিনিট ১৫ পর অনুশীলন বন্ধ করে দেন মোলিনা। মাঠের চারদিকে গর্তে ভরা। বর্ষায় প্র্যাকটিসের মাঠগুলোর বেহাল অবস্থা। মোহনবাগান শিবিরে ক্ষোভ সুপার কাপের অব্যবস্থা নিয়ে। ইস্টবেঙ্গলও গোয়ায় এসে অব্যবস্থার শিকার হয়েছে। শেষমেশ মাঠ ভাড়া করে ট্রেনিং করলেও সেই মাঠের হালও ভাল নয়। মাঠ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে তাদেরও। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ মঙ্গলবার। জেমি ম্যাকলারেনরা খেলবেন ডেম্পোর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি।

সুপার কাপে প্রথম ম্যাচেই পয়েন্ট নষ্ট করে চাপে ইস্টবেঙ্গল। দলের আক্রমণ এবং রক্ষণভাগে এখনও অনেক ফাঁকফোকর ঢাকতে হবে কোচ অস্কার ব্রুজোকে। গোলকিপিং পজিশনও নড়বড়ে। ছয় বিদেশি খেলানোর সুবিধা থাকলেও ৩৪ বছরের জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকি সেই স্বাচ্ছন্দ দিতে পারছেন না দলকে। তাঁর ম্যাচ ফিটনেস চিন্তা বাড়াচ্ছে ইস্টবেঙ্গল থিঙ্ক ট্যাঙ্কের। ডেম্পোর বিরুদ্ধে শুরু থেকেই খেলেছেন। কিন্তু ফাঁকা গোলের সামনে বল জালে জড়াতে পারেননি। ফাইনাল থার্ডে বিপক্ষের ত্রাস হয়ে উঠতে পারছেন না। প্রায় পঁয়ত্রিশ ছুঁইছুঁই ফুটবলার এনে আদৌ কোনও লাভ হল কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। বিদেশিহীন ডেম্পোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ড্র করে নক আউটে ওঠার রাস্তা কঠিন করে ফেলেছে দল। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রীতম কোটালরা যে লড়াইটা করেছেন, ইস্টবেঙ্গলের কাজটা সহজ হবে না। ডার্বির আগে খামতি ঢেকে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার শেষ সুযোগ অস্কারের কাছে।

ব্রাইটের গোলে শেষ চারে ডায়মন্ড

গোলের পর ব্রাইটের উৎসব।

প্রতিবেদন: আই লিগের আগে প্রস্তুতি হিসেবে ওয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপে খেলতে নেমে শুরুতেই জয় পেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। টুর্নামেন্টে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সুযোগ পায় কিবু ভিকুনার দল। রবিবার অসমের ধুলিজানে শেষ আটের লড়াইয়ে মণিপুরের ট্রাউ এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠল ডায়মন্ড হারবার। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আইএসএলে খেলে যাওয়া নাইজেরিয়ান ফুটবলার ব্রাইট এনোবাখারে পেনাল্টি থেকে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন। শেষ চারে ডায়মন্ড হারবারের প্রতিপক্ষ কোকরাঝাড়ের দল ইউনাইটেড চিরাংদুয়ার এফসি।

ম্যাচে আগাগোড়া আধিপত্য নিয়ে খেলে কিবুর ছেলেরা। গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত ডায়মন্ড হারবার। দুই অর্ধে দু'টি সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন জবি জাস্টিন। জবিকে এক স্ট্রাইকারে রেখে ব্রাইট ও পিন্টু মাহাতোকে দুই উইংয়ে ব্যবহার করেন কিবু। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ট্রাউয়ের এক ফুটবলার বক্সে হ্যান্ডবল করায় পেনাল্টি পায় ডায়মন্ড হারবার। ৫৭ মিনিটে তা থেকে গোল করতে ভুল করেননি ব্রাইট। কলকাতায় ফিরে ডায়মন্ডের জার্সিতে প্রথম ম্যাচেই গোল করলেন নাইজেরিয়ান।

করুণের ১৭৪, দু'দিনে রেকর্ড হার অসমের

বেঙ্গালুরু, ২৬ অক্টোবর : টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ে প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে নেমে ঘরোয়া ক্রিকেটে দাপট শুরু করুণ নায়ারের। বেঙ্গালুরুতে গোয়ার বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচের দ্বিতীয় দিন দেড়শোর উপর রান করে কর্নাটককে ভাল জায়গায় রাখলেন। করুণের অপরাজিত ১৭৪ রানের সুবাদে কর্নাটক প্রথম ইনিংসে করে ৩৭১। জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে গোয়ার স্কোর ২৮-১। অন্যদিকে, অজিঙ্ক রাহানের ১৫৯ রানে ভর করে মুম্বই প্রথম ইনিংসে করেছে ৮ উইকেটে ৪০৬ রান। চলতি রঞ্জি মরশুমে আরও এক হ্যাটট্রিক। তামিলনাড়ুর বাঁ-হাতি পেসার গুরজাপনীত সিংয়ের বিধ্বংসী বোলিংয়ে বেসামাল নাগাল্যান্ড। বিপক্ষের ইনিংসের শুরুতেই হ্যাটট্রিক-সহ ৪ উইকেট গুরজাপনীতের। এক ইনিংসে জোড়া হ্যাটট্রিককারী অর্জুন শর্মা ও মোহিত জাংরার বিক্রমে সার্ভিসেস দ্বিতীয় দিনই অসমের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে জয় তুলে নেয়। রঞ্জিতে এত কম সময়ে এর আগে আর কোনও দল হারেনি।

দ্বিতীয় দিনেই চাপে গুজরাট

প্রতিবেদন : রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় দিনে ম্যাচের রাশ হাতে নিয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। যার অনেকটাই অলরাউন্ডার শাহবাজ আমেদ ও মহম্মদ শামির জন্য। শাহবাজ ১৭ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। শামি নেন ৩৪ রানে ২ উইকেট। একটি উইকেট আকাশ দীপের। বৃষ্টি ও মন্দ আলোয় গুজরাট প্রথম ইনিংসে ৫৩.৩ ওভার ব্যাট করতে পেরেছে। তারা ৭ উইকেটে ১০৭ রান তুলেছে।

প্রথম দফায় গুজরাট এখনও ১৭২ রানে পিছিয়ে। এখান থেকে টেল এন্ডারদের সাহায্য বাংলার প্রথম ইনিংসের ২৭৯ রান টপকে যাওয়া কার্যত অসম্ভব। ফলে প্রথম ইনিংসে অভিমন্যুরা বড় লিড পেলে ম্যাচে বাকি দু'দিন ভাল জায়গায় থাকবেন। প্রথম ম্যাচে বাংলা উত্তরাখণ্ডকে সরাসরি হারিয়ে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। এই ম্যাচ থেকেও অভিমন্যুরা পুরো পয়েন্ট ঘরে তুলতে চান। কিন্তু সকালে বাংলার ইনিংস বেশিদূর এগোতে পারেনি। আরও ৩৫ রান যোগ করে ইনিংস শেষ হয়ে যায় ২৭৯ রানে। সুমন্ত গুপ্ত আগেরদিন নট আউট ছিলেন ৫৮ রানে। এদিন আর ৫ রান যোগ করে ফিরে যান ৬৩ রানে। শেষদিকে আকাশ দীপ ৩৭ বলে ৩৯ রানে নট আউট থেকে গিয়েছেন। না হলে বাংলার রান আরও কম হত। গুজরাটের বোলারদের মধ্যে সিদ্ধার্থ দেশাই ৬৯ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। গুজরাট এদিন ইনংসের শুরু থেকেই উইকেট হারিয়েছে। মাত্র ৯ রানের মধ্যে তাদের দুটি উইকেট চলে যায়। অভিষেক দেশাইকে (০) বোল্ড করে দেন শামি। এরপর আর্য দেশাইয়ের (৮) উইকেট নেন আকাশ দীপ। ৪ নম্বরে নেমে অধিনায়ক মান্নান হিঙ্গরাজিয়া (৪১ ব্যাটিং) যা একটু লড়ছেন। কিন্তু তিনি বাকিদের সাহায্য পাননি। শামি ১৪ ওভার বল করেছেন। শাহবাজ করেছেন ১১.৩ ওভার। শাহবাজের সামনে গুজরাটের ইনিংসে তেমন কোনও পার্টনারশিপই হয়নি।

জোড়া সোনা

চেংডু, ২৬ অক্টোবর : অনূর্ধ্ব ১৫ এবং ১৭ এশীয় ব্যাডমিন্টনে জোড়া সোনা এল ভারতের ঝুলিতে। রবিবার অনূর্ধ্ব ১৫ মেয়েদের সিঙ্গলসে সোনা জিতেছে শাইনা মানিমুথু ও অনূর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের সিঙ্গলসে সোনা জিতেছে দীক্ষা সুধাকর। অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগের ফাইনালে জাপানের চিহারু তোমিতাকে ২১-১৪, ২২-২০ গেমে হারান শাইনা। অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগের ফাইনালে দীক্ষা ২১-১৬, ২১-৯ গেমে হারিয়েছেন লক্ষ্যা রাজেশকে।

বাংলার দাপট

প্রতিবেদন: অনূর্ধ্ব ২৩ কর্নেল সিকে নাইডু টুর্নামেন্টে বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে ৮ উইকেটে ২২৭ রান তুলেছে হরিয়ানা। বাংলার রবি কুমার ও দিলশাদ খান তিনটি করে উইকেট দখল করেন। একটি উইকেট পেয়েছেন প্রয়াস রায় বর্মন। এদিকে, মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ টি-২০ টুর্নামেন্টে অসমকে ২২ রানে হারিয়েছে বাংলা। রবিবার নাগপুরে আয়োজিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৩ রান তুলেছিল বাংলা। সর্বোচ্চ ৩৭ রান করেন প্রতিভা মান্ডি। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১০১ রানেই আটকে যায় অসম।

কেকেআরের নজরে নায়ার

প্রতিবেদন : সবকিছু ঠিক থাকলে, কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন হেড কোচ হতে চলেছেন অভিষেক নায়ার। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের জায়গায় তিনিই দায়িত্ব নিতে চলেছেন রিঙ্কু সিংদের। কেকেআরের সঙ্গে অভিষেকের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। গৌতম গম্ভীরের সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন নাইটদের সঙ্গে। এছাড়াও কেকেআরের ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্বও পালন করেছেন। মাঝে ভারতীয় দলে গম্ভীরের সহকারীও ছিলেন অভিষেক। সেই দায়িত্ব ছাড়ার পর, গত আইপিএলের মাঝামাঝি সময়ে ফের নাইটদের সহকারী কোচ হন। প্রাক্তন হেড কোচ পণ্ডিতের বিকল্প বেশ কিছুদিন ধরেই খুঁজছিল কেকেআর ম্যানেজমেন্ট। মাঝে প্রাক্তন অধিনায়ক ইওয়েন মর্গ্যান-সহ একাধিক নাম শোনা গেলেও, শেষ পর্যন্ত চেনা মুখে ভরসা রাখতে চলেছে শাহরুখ খানের কেকেআর। কিছুদিন আগেই অভিষেকের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল কেকেআর ফ্র্যাঞ্চাইজি। নাইটদের সিইও ভেঙ্কি মাইসোরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক করেছেন অভিষেক। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই হেড কোচ হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করে দেওয়া হতে পারে।

গোয়ার জয়, ড্র নর্থইস্টের

প্রতিবেদন: সুপার কাপে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল এফসি গোয়া। 'বি' গ্রুপে মানোলো মার্কুয়েজের দল ২-০ গোলে হারাল জামশেদপুর এফসি-কে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে গোল দু'টি করেন জেভিয়ার সিভেরিও এবং দেজান দ্রাজিচ। প্রথমার্ধে সিভেরিওর গোলে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টির কারণে খেলা দেরিতে শুরু হয়। গোয়া ব্যবধান বাড়িয়ে জয় নিশ্চিত করে। গ্রুপের অন্য খেলায় নর্থইস্ট ও ইন্টার কাশীর মধ্যে ম্যাচটি ২-২ ড্র হয়। শুরুতে ইন্টার কাশী গোল করে এগিয়ে গেলেও আলাদিনের গোলে সমতা ফেরায় নর্থইস্ট। ৪০ মিনিটে জাবাকোর গোলে পেদ্রো বেনালির দল এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া করে। ৭৪ মিনিটে কার্তিক পানিকার গোলশোধ করেন।

মাঠে ময়দানে
27 October, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিডনিতে পাঁজরে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। ফলে তিন সপ্তাহ তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে

শুভমনরা ক্যানবেরায়, রোহিতরা দেশে

বুধবার ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টি-২০ ম্যাচ

ক্যানবেরা, ২৬ অক্টোবর : ওয়ান ডে সিরিজের হার অতীত। টিম ইন্ডিয়ার ফোকাস এবার নতুন চ্যালেঞ্জে। বুধবার ক্যানবেরায় শুরু হচ্ছে পাঁচ ম্যাচের ভারত-অস্ট্রেলিয়া টি-২০ সিরিজ। দ্বিতীয় ম্যাচ মেলবোর্নে, ৩১ অক্টোবর। তৃতীয় ম্যাচ ২ নভেম্বর, হোবার্টে। সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ ৬ এবং ৮ নভেম্বর। যথাক্রমে গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনে।

টি-২০ সিরিজের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব-সহ বাকি ক্রিকেটাররা দিন দুয়েক আগেই ক্যানবেরায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। রবিবার শিবিরে যোগ দিলেন গৌতম গম্ভীর এবং তাঁর সহকারীরা। তাঁদের সঙ্গে ক্যানবেরায় পা রেখেছেন একদিনের দলের সেই সব ক্রিকেটার, যাঁরা টি-২০ সিরিজের দলেও রয়েছেন। এই তালিকায় রয়েছেন শুভমন গিল, অক্ষর প্যাটেল, নীতীশ রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা ও কুলদীপ যাদব। সোমবার থেকে শুরু হবে টি-২০ সিরিজের প্রস্তুতি। এদিনই রোহিত শর্মা, কে এল রাহুল, যশস্বী জয়সওয়ালরা আবার ভারতে ফেরার বিমান ধরেছেন। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের ছবি পোস্ট করেছেন রোহিত। সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি বিমানবন্দরের প্রস্থান লেখা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে ক্যাপশনে লিখেছেন, শেষবারের জন্য বিদায় সিডনি।

এদিকে, প্রথম দু'টি একদিনের ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ার পর, হর্ষিতকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন গম্ভীর। ডানহাতি পেসারকে তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, হয় পারফর্ম কর, নইলে বসিয়ে দেব! এই তথ্য ফাঁস করেছেন হর্ষিতের কোচ শরভন কুমার! তাঁর দাবি, তৃতীয় একদিনের ম্যাচের আগে হর্ষিতকে গম্ভীর স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, পারফর্ম করো, নইলে দল থেকে বাদ দিয়ে দেব। হর্ষিত আমাকে ফোন করে জানতে চেয়েছিল, কীভাবে সফল হবে। আমি ওকে বলেছিলাম, নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে। অনেকেই হর্ষিতকে খেলানো নিয়ে গম্ভীরের প্রবল সমালোচনা করছেন। অথচ গম্ভীরের কাছে পারফরম্যান্সই শেষ কথা। সেটা সিডনিতে চার উইকেট নিয়ে হর্ষিত প্রমাণ করেছে। ওর বয়স সবে ২৩। ওকে আরও একটু সময় দেওয়া উচিত।

ক্যানবেরায় পৌঁছলেন শুভমনরা। ডানদিকে, রোহিত শর্মা এই ছবি পোস্ট করে লিখলেন, শেষবার। বিদায় সিডনি।

বিশ্বকাপের মধ্যেই বিদায় ডিভাইনের

বিশাখাপত্তনম, ২৬ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন নিউজিল্যান্ড মহিলা দলের অধিনায়ক সোফি ডিভাইন। রবিবার মেয়েদের বিশ্বকাপের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচের পরেই শেষ হল সোফির ১৯ বছরের কেরিয়ার। তবে বিদায়ী মুহূর্তটা সুখের হল না। সেমিফাইনালের দৌড় থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন সোফিরা। এদিন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ৮ উইকেটে হেরে গেলেন সোফিরা। প্রথমে ব্যাট করে ৩৮.২ ওভারে মাত্র ১৬৮ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। সোফি আউট হন ২৩ রান করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ২৯.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৭২ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। অ্যামি জোন্স ৮৬ রানে নট আউট থাকেন।

রো-কো'র ব্যর্থতা দেখতে চায় অনেকে

কাইফের নিশানায় নির্বাচকরা

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর : রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ব্যাটিং বিক্রমে সিডনিতে জেতার পরেও সংশয় থাকছে দুই মহাতারকার ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রশ্ন উঠছে, তাঁরা ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন তো? চর্চার মধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ দুই সিনিয়র ব্যাটারের পাশে দাঁড়িয়ে নির্বাচকদের ভূমিকা নিয়েই তোপ দাগলেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে খোলামেলা কাইফ জানিয়েছেন, বিরাট-রোহিতের ব্যর্থতার জন্য অনেকে অপেক্ষা করে থাকেন। প্রাক্তন তারকার নিশানায় নির্বাচকরাও।

কাইফ মনে করছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার দ্রুতগতির উইকেটে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে হবে। তাই রোহিত ও বিরাটের অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে দলের জন্য। সিডনিতে দুই তারকার ব্যাটিং বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কাইফ বলেছেন, অনেকেই বিরাট ও রোহিতের ব্যর্থ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। ওরা দু'জনেই সেটা জানে। নির্বাচকরা এবং সংবাদমাধ্যমের একটা অংশ, যারা ওদের ব্যর্থতাই শুধু দেখতে চায়। কিন্তু এখন দু'জনের মধ্যেই পরিষ্কার একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব ফুটে উঠছে। কী দারুণ মনঃসংযোগ দেখুন ওদের। কেমন ঠান্ডা মাথায় খেলল। ভিতরের আগুনটা দেখা যাচ্ছে। কাউকে কোনও সুযোগ না দিয়ে নিজেদের শর্তে ওয়ান ডে থেকে বিদায় নিতে চায় ওরা।

কাইফ যোগ করেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় রোহিত-বিরাটের থাকা দরকার। কারণ, ওদের অভিজ্ঞতা। বাউন্স থাকা পিচে ব্যাট করতে পছন্দ করে রোহিত। দ্রুতগতির পিচে বিরাট ভাল খেলে। বয়স দু'জনের কাছে কেবলই একটি সংখ্যা। মানুষ ওদের পাশে আছে কারণ ওরা কোনও ভুল করেনি।

হর্ষিত নিয়ে শ্রীকান্তকে একহাত গাভাসকরের

মুম্বই, ২৬ অক্টোবর : হর্ষিত রানাকে নিয়ে তাঁর ওপেনিং পার্টনারের কড়া সমালোচনা করলেন সুনীল গাভাসকর। কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের নাম না করেও তিনি বলেছেন, হর্ষিত চার উইকেট নেওয়ায় আমি খুশি। ও আগুনের মুখে ছিল। এটা ঠিক নয়। বুঝতে হবে এটা আমাদের দল। সমালোচনা হোক, কিন্তু আগে থেকে নয়। কারণ খেলার আগে সমালোচনা করলে সেই প্লেয়ার হতাশ হয়ে পড়ে।

শ্রীকান্ত বলেছিলেন, গম্ভীরের ইয়েসম্যান হওয়ার জন্য দলে সুযোগ পাচ্ছে হর্ষিত। কিন্তু কেউ জানে না কী ওর অবদান। এভাবে বারবার পরিবর্তন দলের মনোবল তলানিতে চলে যাবে। যারা পারফর্ম করছে তাদের নেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু যার কিছু করতে পারছে না তাদের সুযোগ মিলছে। সবথেকে ভাল হল গম্ভীরের ইয়েসম্যান হওয়া। তাহলে দলে সুযোগ পাওয়া যাবে।

শ্রীকান্ত অবশ্য হর্ষিতকে ৪ উইকেট নিতে দেখে বয়ান বদলেছেন। তিনি বলেছেন, হর্ষিত দারুণ বল করল। একদিনের ম্যাচে চার উইকেট নেওয়া বড় সাফল্য। আগের ম্যাচে হর্ষিত ডেথ ওভারে মার খেয়েছিল। কিন্তু এই ম্যাচে নিখুত লেংথে বল করেছে। বেশি শর্ট বল করেনি। বেশি স্লোয়ার দেওয়ারও চেষ্টা করেনি। হর্ষিত, আমি তোমার সমালোচনা করেছি। কিন্তু তুমি ভাল বল করেছ।

গম্ভীর শ্রীকান্তকে পাল্টা বলেছিলেন, ইউটিউব চ্যানেল চালানোর জন্য যা খুশি বলা যায় না। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য দায়িত্বও পালন করতে হয়। একটা ২৩ বছরের ছেলেকে এভাবে বলা ঠিক নয়। এদিকে গাভাসকর আরও বলেছেন, সিরিজ শেষ হলে তাও বলা যায় যে অমুক এই দলে কেন? কিন্তু একবার দল নির্বাচন হয়ে গেলে তার পিছনেই একশো ভাগ থাকতে হবে। কারণ, দিনের শেষে এটা আমাদের দল।

ব্রুকের সেঞ্চুরি, তবু হার দলের

মাউন্ট মাউনগানুই : অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের দুরন্ত সেঞ্চুরি সত্ত্বেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে ৪ উইকেটে হার ইংল্যান্ডের। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে ব্রুকের ১০১ বলে ১৩৫ রানের ঝোড়ো ইনিংসের সৌজন্যে ৩৫.২ ওভারে ২২৩ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৩৬.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ২২৪ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড। ৯১ বলে অপরাজিত ৭৮ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন ড্যারিল মিচেল। এছাড়া উল্লেখযোগ্য মিচেল ব্রেসওয়েলের ৫১ বলে ৫১ রানের ইনিংস। ইংল্যান্ডের ব্রাইডন কার্স ৩ উইকেট দখল করেন।